CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 May, 2021 ■ আগরতলা, ২১ মে, ২০২১ ইং ■ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দলের সভাপতির উপর হামলার প্রতিবাদে কাল এডিসি এলাকায় বনধ্ ডাকল আইপিএফটি

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আইপিএফটির নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। দলের সুপ্রিমো তথা রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার উপর হামলার প্রতিবাদে শাসক জোট শরিক আইপিএফটি আগামী ২২ মে এডিসি এলাকায় ২৪ ঘন্টা বনধের ডাক দিয়েছে। গতকাল তিনি জম্পুইজলায় হামলার শিকার হয়েছিলেন।

এবিষয়ে আজ আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দলের সাধারণ সম্পাদক তথা জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটি এডিসি এলাকায় বনধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিন এন সি দেববর্মার বাসভবনে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি বলেন, বৈঠকে সকলে এন সি দেববর্মার উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, ওই হামলা তিপ্রা মথা সমর্থকদের পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। হামলা ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছে আইপিএফটি। সেই সঙ্গে তিনি আজ মান্দাই বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেববর্মার উপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, তিপ্রা মথার জেলা পরিষদের সদস্য গণেশ দেববর্মার ষড়যন্ত্রে বেলবারিতে দলীয় বৈঠক বানচালের উদ্দেশ্যে হামলা সংগঠিত হয়েছে। তাতে, ছয় জন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তারা হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন।

ওই দুইটি হামলার ঘটনায় আইপিএফটি সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক ভিএস যাদবের সাথে কথা বলেছেন এবং শীঘ্রই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুত কিশোরের সাথে এবিষয়ে কথা বলেছেন এবং দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন।

তাঁর আরও অভিযোগ, তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা এডিসি এলাকায় উন্নয়ন কাজে বাধা দিচ্ছেন। তারা পঞ্চায়েত অফিসে অনাধিকার ঢুকছে, আধিকারিকদের হুমকি দিচ্ছেন। তাতে, সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

দৈনিক সংক্রমণ ২.৭৬-লক্ষাধিক ভারতে কোভিডে মৃত্যু ২৮৭,১২২

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.)।। ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ০৭০ জন। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে মৃত্যুর সংখ্যা, গত ৪ দিন পর ভারতে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা নামল ৪ হাজারের নীচে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৩, ৮৭৪ জন রোগীর।

একইসঙ্গে বুধবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ০৭৭ জন। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দ্রুত চলছে টিকাকরণ, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৮,৭০,০৯,৭৯২ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৯৬,৮৪১। ৯৬,৮৪১ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩১ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৭৮-এ (১২.১৪ শতাংশ) পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ২,৭৬,০৭০ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৫৭,৭২,৪০০। কেন্দ্রীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৭২০, মৃত্যু ২ জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। আবারও ত্রিপুরায় রেকর্ড সংখ্যক নমুনা পরীক্ষার ফলে গত ২৪ ঘন্টায় সাত শতাধিক করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ১০৬৯৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৭২০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। আক্রান্তের হার কিছুটা কমে ৬.৭৩ শতাংশ হয়েছে। এদিকে, ফের ২ জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমত বাড়িয়েই চলেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘন্টায় ৩৭৯ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও রীতিমত বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৪০৫ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণ-এ শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৫৯৪৪ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১৫৯৫ এবং র‍্যাপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৯১০৪ জন মোট ১০৬৯৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি- পিসিআর ৪৮ জন এবং র‍্যাপিড এন্টিজেন-এ ৬৭২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৭২০ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৩৭৯ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫৯৪৪ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৪৩,৪৯৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৭,০৩৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৫.২৭ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৮৫.২৭ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০৪ শতাংশ। নতুন করে ২ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪৫২ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতর-র মিডিয়া বুলেটিন-এ আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৪০৫ জন, দক্ষিন জেলায় ৭৭ জন, গোমতি জেলায় ২৫ জন, ধলাই জেলায় ২২ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৬৮ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪০ জন, ঊনকোটি জেলায় ৫৮ জন এবং খোয়াই জেলায় ২৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

ডিওয়াইএফআই সমর্থক আক্রান্ত কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। বৃহস্পতিবার ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের সিঙ্গির বিল এলাকায় ডিওয়াইএফআইয়ের এক কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। তাকে কান ধরে উঠবস করানো হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

সিঙ্গিরবিল গ্রামের উপ প্রধানের নেতৃত্বে বিজেপি দলের কর্মীরা বেধড়ক মারধোর করে ডিওয়াইএফআই কর্মী প্রসন্ন দাসকে। শুধু মারধরই নয়, প্রসন্ন দাসকে কান ধরিয়ে উঠ বস করানো হয়, মাথার টুপি খুলে প্রাকৃতিক কাজ করায়, মুখে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে বাধ্য করা হয়। কোমড়ের বেল্ট দিয়ে বিশ্রীভাবে শরীরে আঘাত করা হয়। পাশাপাশি মাঠিতে ফেলে কিল ঘুসি লাথি দেয়। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডিওয়াইএফআই কর্মী। ঘটনা কৈলাসহরের ফুলতলী গ্রামে। এলাকায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে পুরোহিতের উপর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ মে।। বিশালগড় কালিবাড়ি নাট মন্দিরের পুরোহিত দীপক আচার্যের ওপর হামলা চালায় এক দুষ্কৃতিকারীর দল। প্রথমে তাকে রাস্তা থেকে অপহরণ করে আট নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে বেধড়ক মারধর করেন।

ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে তার স্ত্রী সেখানে ছুটে যায় এবং সেই দুষ্কৃতিকারীর কাছ থেকে স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় পুরোহিত দীপক আচার্য বিশালগড় নেতাজি নগর কালি মন্দিরে কোভিড টেস্ট করানোর সরঞ্জাম নিয়ে যখন সংবাদমাধ্যমের কাছে ওয়ার্ড কাউন্সিলার লক্ষ্মী রানী সাহা এবং জেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবার ইংরেজদের দরবারে হাজির হবে রাজ্যের রসালো ফল কাঁঠাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। আনারস এবং লেবু-র পর এবার ইংরেজদের দরবারে হাজির হবে ত্রিপুরার রসালো ফল কাঁঠাল। আজ আগরতলা থেকে ৩৫০টি কাঁঠালল ইংলন্ড-র উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। ট্রেন-এ প্রথমে গুয়াহাটি এবং সেখান থেকে দিল্লি, তারপর বিমানযোগে ইংলন্ড যাবে ত্রিপুরার কাঁঠাল।

এ-বিষয়ে উদ্যানপালন দফতরের অধিকর্তা ড়ফনী ভূষণ জমাতিয়া বলেন, আজ ট্রেন-এ ৩৫০টি কাঁঠাল গুয়াহাটি পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে আগামীকাল দিল্লি যাবে এবং সেখান থেকে ব্রিটেনের উদ্দেশ্যে পারি দেবে ত্রিপুরার সুস্বাদু কাঁঠাল। তাঁর কথায়, প্রতিটি কাঁঠালের ওজন ৩-৪ কেজি হবে। কৃষকরা কাঁঠাল প্রতি ৩০ টাকা করে পেয়েছেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার কাঁঠাল বিদেশে রফতনির প্রস্তাব এসেছিল। সে মোতাবেক গুয়াহাটি একটি আমদানি-রফতানিকারক সংস্থা ত্রিপুরা থেকে কাঁঠাল সদুর ব্রিটেনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। এবিষয়ে আজ কৃষি মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় বলেন, এখন লন্ডনবাসীও ত্রিপুরার কাঁঠালের স্বাদ উপভোগ করবেন। আজ ত্রিপুরা থেকে কাঁঠাল লন্ডনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে ত্রিপুরার আনারস এবং লেবু দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে বিদেশেও রফতানি হয়েছে। এখন, ওই দুইটি ফলের চাহিদা ভীষণ বেড়েছে। ২০১৯ সালে ত্রিপুরা থেকে আনারস দুবাই এবং মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে সফলতার সাথে রফতানি করা হয়েছে। এখন ত্রিপুরার কাঁঠালও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জিরানীয়ায় যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। বৃহস্পতিবার আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে জিরানিয়া কলাবাগান এলাকায় একটি দ্রুতগামী বোলেরো পিকআপ ঘরের দেখায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে।রাজ্যে পথদুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লকডাউন চলাকালে যানবাহন চলাচল অনেকটা কম হলেও দুর্ঘটনা কিন্তু পিছু ছাড়ছে না। বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলা গামে এক যুবক বাইক নিয়ে যখন আসছিল তখন জিরানিয়া কলাবাগান এলাকায় বিপরীত দিক থেকে যাওয়া একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি ধাক্কা দেয়।

বোলেরো পিকআপ গাড়ির পেছনের চাকার ধাক্কা লেগে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে ওই যুবক। তাতে গুরুতরভাবে আহত হয় সে। আহত যুবকের নাম সঞ্জীব পাল। বাড়ির তেলিয়ামুড়া। সে আগরতলায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করে। কাজের জন্যই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে মৃত্যু ৩২৯ জন চিকিৎসকের

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.)।। গত ১৮ মে দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে মৃত্যু হওয়া চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ২৭০। ২০ মে (বৃহস্পতিবার) সেই সংখ্যা ৩২৯-এ পৌঁছেছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩২৯ জন চিকিৎসকের।

শুধুমাত্র বিহারেই মৃত্যু হয়েছে ৮০ জন ডাক্তারের। বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে ৩২৯ জন চিকিৎসকের। এই ৩২৯ জনের মধ্যে সর্বাধিক মৃত্যু হয়েছে বিহারে, বিহারে মোট ৮০ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে।

আইএমএ জানিয়েছে, উত্তর প্রদেশে ৪১ জন, দিল্লিতে ৭৩ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ২০ জন, তেলেঙ্গানায় ২০ জন, মহারাষ্ট্রে ১৪ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১৫ জন, অসমে ৩ জন, ছত্তিশগড়ে ৩ জন, গুজরাটে দু'জন, গোয়াতে দু'জন, হরিয়ানাতে দু'জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, কর্নাটকে ৮ জন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিয়ের ২৬ দিনের মধ্যেই যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরের রামনগরে বিয়ের ছাব্বিশ দিনের মাথায় নিজের ঘরে স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বামীর মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম অনুরুদ্ধ চক্রবর্তী।

রাজধানী আগরতলা শহরের রামনগর এক নম্বর রোডে বিয়ের ছাব্বিশ দিনের মাথায় এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃত যুবকের নাম অনুরুদ্ধ চক্রবর্তী। বাবার নাম পূর্ন চক্রবর্তী। বাড়ী রামনগর এক নম্বর রুটের দুই নম্বর ক্রসিংয়ে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল রাত ২ টা নাগাদ অনুরুদ্ধর স্ত্রী দুর্গাবতী ভট্টাচার্য তার শ্বশুর শাশুড়িকে জানায় অনুরুদ্ধ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পরিবারের লোকজন লক্ষ্য করেন তার গলায় একটি দাগ রয়েছে। তাতেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়। পরবর্তী সময়ে জিজ্ঞাসাবাদে মৃতের স্ত্রী দুর্গাবতী ভট্টাচার্য জানান ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে তার স্বামী অনুরুদ্ধ চক্রবর্তী। মৃতদেহটির পা দুটি মাটিতে লাগানো অবস্থায় ছিল। পুলিশ দুর্গাবতী ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনার পেছনে বড় ধরনের

আবারও তিপ্রা মথার হামলার মুখে আইপিএফটি, আক্রান্ত বিধায়ক

অভিযুক্তদের দল থেকে বহিস্কার করা হবে ঃ প্রদ্যুৎ

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দেববর্মন। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। রাজ্যে ফের তিপ্রা মথার সমর্থকের হামলায় আক্রান্ত শাসক জোট শরিক দল আইপিএফটি বিধায়ক ধীরেন্দ্র দেববর্মা। তাঁর কানে গুরুতর আঘাত লেগেছে। ফলে তিনি কানে শুনতে পারছেন না। গতকালও আইপিএফটি সুপ্রিমো তথা রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা তিপ্রা মথার সমর্থকদের হামলার শিকার হয়েছিলেন। আজকের ঘটনায় পুলিশ মূল অভিযুক্ত স্বর্ণ কুমার ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে, টানা দুই দিন ধরে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উশৃঙ্খল আচরণের দায় মাথা পেতে নিয়েছেন তিপ্রা মথা চেয়ারম্যান প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন। তিনি গতকাল এবং আজকের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি সন্ত্রাস বরদাস্ত করা হবে না দাবি করে হামলা-হুজ্জুতির ঘটনায় অভিযুক্তদের দল থেকে বহিস্কার করা হবে বলে জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল জম্পুইজলা এলাকায় তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকরা আইপিএফটি সুপ্রিমো এন সি দেববর্মাকে কালো পতাকা দেখিয়েছেন এবং গো-ব্যাক শ্লোগান দিয়েছেন। তিপ্রা মথার কর্মীদের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পুলিশ অনেক চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। তবে, গতকাল কেউ আক্রান্ত হননি। কিন্তু, আজ আইপিএফটি বিধায়ক ধীরেন্দ্র ত্রিপুরা হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন।

মান্দাই বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ধীরেন্দ্র ত্রিপুরা আজ স্থানীয় নেতাদের সাথে গতকালের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করবেন বলে স্থির করেছিলেন। সে মোতাবেক বেলবারী আরডি ব্লকের অধীন গোবিন্দ কমিউনিটি হলের সামনে আক্রান্ত হন তিনি। ধীরেন্দ্র বাবু বলেন, পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য আজ সকাল ১১টা নাগাদ বেলবারী কমিউনিটি হলে যাই। কিন্তু, সেখানে আগে থেকেই তিপ্রা মথার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাণ বাঁচানোর পাশাপাশি জীবনকেও সহজ করে তুলতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.)।। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশবাসীর প্রাণ তো বাঁচাতেই হবে, একইসঙ্গে মানুষের জীবনকেও সহজ করে তুলতে হবে। দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে রেশন নিশ্চিত করতে হবে, অন্যান্য আবশ্যিক সাপ্লাইও নিশ্চিত করতে হবে, বন্ধ করতে হবে কালোবাজারি। বৃহস্পতিবার কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আয়োজিত ভার্চুয়াল বৈঠকে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও জেলার প্রশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মহামারীর মতো বিপর্যয়ের সময় আমাদের সংবেদনশীলতা এবং সাহসই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাবনা নিয়েই মানুষের কাছে পৌঁছে, যেমন কাজ আপনারা করে চলেছেন, তা আরও শক্তি ও দক্ষতা নিয়ে করতে হবে। পরিস্থিতি আপনাদের নিজেদের ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ করে দিয়েছে। মহামারীর মতো নতুন চ্যালেঞ্জ বিচার করলে, আমাদের নতুন সমাধান প্রয়োজন। তাই এক হয়ে কাজ করতে হবে আমাদের।'বিগত কিছু দিন ধরে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমছে, এ প্রসঙ্গে মোদী এদিন বলেছেন, 'বিগত কিছু দিন ধরে দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমছে, কিন্তু আপনারা এই দেড় বছরে উপলব্ধি করেছেন, যতক্ষন না পর্যন্ত এই সংক্রমণ একেবারে কমে যায়, ততক্ষণ চ্যালেঞ্জ থেকেই যায়।'

মোদী বলেছেন, 'গ্রামীণ ভারতে আমাদের এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, প্রত্যেককে নিজেদের গ্রামকে কোভিড-মুক্ত করতে হবে।...আগেকার মহামারী হোক অথবা এই মহামারী, সমস্ত মহামারীই আমাদের একটি বিষয় শেখায়। মহামারীর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য আমাদের আচরণে নিরন্তর পরিবর্তন, উদ্ভাবন অত্যন্ত জরুরি।'

ভ্যাকসিন অপচয় প্রসঙ্গে মোদী বলেছেন, 'ভ্যাকসিন অপচয়ও একটি উদ্বেগের বিষয়। একটি মাত্র ভ্যাকসিন অপচয়ের অর্থ হল কোনও একটি জীবনকে সুরক্ষাকবচ প্রদান করতে না পারা। যেভাবেই হোক ভ্যাকসিন অপচয় রুখতেই হবে আমাদের।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি জীবনকে সহজ করে তোলাও আমাদের অগ্রাধিকার। দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে রেশন হোক, অন্যান্য আবশ্যিক সাপ্লাই হোক অথবা কালোবাজারি বন্ধ হোক-এই লড়াইকে জেতার জন্য এই সমস্ত কিছু ভীষণ আবশ্যিক।'

রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টারে মুখের ক্যান্সারের সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টারে মুখের ক্যান্সারের জটিলতম অপারেশন সম্পন্ন হল। বর্তমানে রোগী বিপদমুক্ত। দীর্ঘ দশঘন্টা ব্যাপী অস্ত্রোপচারের পর রোগী এখন বিপদমুক্ত।

কাকড়াবনের জামজুরির বাসিন্দা জনৈক ভদ্র মহিলার (৪০ বৎসর) বছর দেড়েক আগে মুখে ক্যান্সার সনাক্ত হয়। তিনি জর্দা ও পান খেতেন। মুখ খুলতে অসুবিধা হত তার। সম্প্রতি ক্যান্সার হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুসারে ১৯ মে সকাল ১১ টা নাগাদ অ্যানেসথেসিয়া প্রদান করেন অ্যানেসথেসিস্ট ডাঃ মৃণাল দেববর্মা। এরপর সার্জারি শুরু করেন অস্কোসার্জন ডাঃ আশিষ কুমার গুপ্তা, ডাঃ প্রীতেশরাজীব সিং, বহির্রাজ্য থেকে আগত ডেন্টাল সার্জন ডাঃ নিখিলরাজীব সিং এবং ডেন্টাল সার্জন ডাঃ তন্নিষ্ঠা চৌধুরী।

রাত ৯টা পর্যন্ত প্রায়দশ ঘন্টা ব্যাপী এই দুরূহ অপারেশনটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন তাঁরা। গতকাল রাতেই রোগীকে আই সি ইউ তে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে। এই অস্ত্রোপচারে স্টাফনার্স ছিলেন পায়েল রায় ও সিরাজ দেববর্মা। ও টি অ্যাসিসটেন্ট ছিলেন অম্লান দাশগুপ্ত ও কৃষ্ণ ত্রিপুরা।

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২১৭ ▫ ২১ মে ২০২১ ইং ▫ ৬ জৈষ্ঠ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

রাজনৈতিক প্রচারণা

করোনা অতিমারি সময় কালে রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক প্রচারনা সীমিত করা খুবই জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক প্রচার মিছিল-মিটিং সমাবেশ এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের যাতায়াত করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিকে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে। অতি সম্প্রতি যে পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হইয়াছে তাহা দেশের জন্য বিপদ এর অন্যতম কারণ হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের ফলে পড়না ভাইরাসের সংক্রমণ মারাত্মকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এর দায় কেন্দ্রীয় সরকার কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। একথা মনে রাখিতে হইবে কোন রাজ্যের নির্বাচন আপাতত না হলেও জনগণের তেমন কোনো অসুবিধার সম্মুক্ষিন হইতে হইতো না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নির্বাচন করা যাইত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ ক্রমে নির্বাচন কমিশন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন করিয়াছে। আর তাহাতেই বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়াছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন বিচক্ষণতার অভাবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।যুদ্ধে ও প্রেমে যদি বা সকলই সিদ্ধ হয়, প্রশাসনে কদাপি নহে। প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব যাঁহার স্কন্ধে অর্পিত, তাঁহাকে প্রতি মুহূর্তে জনসাধারণের হিতাহিত চিন্তা করিতে হয়, আপন স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হয় মানুষের স্বার্থকে। দৃশ্যত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই দায়িত্ব সম্পাদনে কতখানি সদর্থক ভূমিকা পালন করিতে পরিতেছেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়। রাজনীতি যেন এমন কোনও পথে চালিত না হয়, যাহাতে কোভিড-১৯’এর বিরুদ্ধে চলমান নিরন্তর সংগ্রামে ছেদ পড়ে; পরিস্থিতি যেন কোনও মতেই নিয়ন্ত্রণের আরও বাহিরে না চলিয়া যায়।সেই বিশ্বাসের মূল্য দেওয়ার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর উপরই বর্তায়।

দলের স্বার্থ তো শুধু নির্বাচনে জয়লাভ বা দলীয় নেতাদের রক্ষা করিবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। দল মানুষ লইয়া। যে মানুষ দলের সমর্থক, তাঁহাদের প্রতি যেমন দলের দায়িত্ব; তেমনই যাঁহারা সমর্থক নহেন, এমনকি প্রত্যক্ষ বিরোধী, তাঁহাদের প্রতিও দলের দায়িত্ব সমান। রাজনীতির পঙ্কিল চলনে এই কথাটি ভারতবাসী ভুলিয়া গিয়াছে। ঘটনা হইল, দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদাহরণ সম্মুখে রাখিলে এই দায়িত্বের কথা স্মরণে রাখিবার কোনও কারণ মানুষের নাইও বটে। কিন্তু, অন্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসাবে গণ্য না করিলেই মঙ্গল। এই অতিমারিক্লিষ্ট সময়ে রাজনীতি যাহাতে কোনও ভাবেই রোগের বিস্তারকে ত্বরান্বিত না করিতে পারে, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রথম কর্তব্য, যে কোনও জমায়েতে নিষেধ করা। প্রতিবাদের অধিকার নিশ্চয়ই মানুষের মৌলিক অধিকার। চিরাচরিত জমায়েত বা মিটিং-মিছিলের পথে না হাঁটিয়া, সামাজিক দূরত্ববিধির নিয়ম পালন করিয়া কী ভাবে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়িয়া তোলা যায়, এই মুহূর্তকে সেই উদ্ভাবনার কাজেও ব্যবহার করা সম্ভব। দেশের শাসকরা যে ভঙ্গিতে চলিতেছেন, তাহাতে এমন কোনও পন্থা উদ্ভাবিত হইলে তাহা বিফলে যাইবে না। এ বিষয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই জরুরী।

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, আপনারাও করুন , আর্জি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : করোনার ভয়াবহতা দিন দিন বাড়ছে। এই অবস্থায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পাশে এসে দাঁড়ানোর আবেদন করলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। করোনা দ্বিতীয় ঢেউয়ে চিন্তিত সাধারণ মানুষ। প্রতিদিনই দৈনিক সংক্রমণ বা মৃত্যুর সংখ্যায় রেকর্ড গড়ছে দেশ। লাগাম টানা যাচ্ছে না রাজ্যেও। কার্যত লকডাউনের পথে হেঁটেছে পশ্চিমবঙ্গ। এরই মধ্যে করোনা আক্রান্তদের হাহাকার। হাসপাতালে মিলছে না বেড, অক্সিজেন, রক্ত সব নিয়েই চারিদিকে চলছে কালোবাজারি। বিশিষ্টরা যে যার সাধ্যমতো সাহায্য করছেন সাধারণ মানুষকে, পাশে থাকছেন নিঃস্বার্থভাবে। বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে টুইট করলেন ঋতুপর্ণা। তিনি লিখেছেন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, যা প্রতিটি দিন দিন অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় এবং যেহেতু তারা বেশি বোঝাতে পারছে না, তাই একা থাকা কষ্টকর হয়ে উঠছে। তাদের চব্বিশ ঘন্টা নজরদারি এবং হাসপাতালের বিছানা অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা দরকার, আমি যে কোনও উপায়ে সহায়তা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আপনি আপনার বিট করুন, ী স্ট্যান্ডবাইপিপল ী কোভিডসেকেন্ডওয়েভ।” এর আগে, বুধবার করোনা আক্রান্ত এক বৃদ্ধা, বিজয়গড়ের বাসিন্দা সাহায্য চেয়ে ফোন করেন নৃত্যশিল্পী অভিরূপ সেনগুপ্তকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছন বৃদ্ধার বাড়িতে। তাঁর ছেলেও আক্রান্ত ছিলেন। বেসরকারি হাসপাতালেও ঘুরেছেন তবে বেড জোটেনি বৃদ্ধার। খবর পৌঁছয় সিঙ্গাপুরে, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর কাছে। তিনি কথা বলে এম আর বাঙুরে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দেন। বৃদ্ধার ওষুধপত্রর ব্যবস্থা করছেন অভিরূপ নিজে। নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন ঋতুপর্ণা। এছাড়াও দক্ষিণ কলকাতার করোনা আক্রান্তদের বিনামূল্যে খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরা। সূত্রের খবর, আগের বছর করোনা আবহে নিজের ব্যক্তিগত সহকারির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিয়েছিলেন। এবারও ”প্রয়াস”-র সঙ্গে মিলে কাজ করছেন অভিনেত্রী। বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের টিকা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই ঋতুপর্ণা কথা বলেছেন এক বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে। খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটিও সেরে ফেলবেন অভিনেত্রী। বেশ কিছুদিন আগে নিজেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, তবে আপাতত তিনি সুস্থ। ছেলে, মেয়ে ও স্বামীর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে সময় কাটাচ্ছেন অভিনেত্রী।

রাজভবনের সামনে অশান্তি, ঘটনার দু’দিন বাদে থানায় ডায়েরি পুলিশের

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কড়া প্রতিবাদের পর নড়েচড়ে বসল পুলিশ। রাজভবনের সামনে ভেড়ার পাঢ় নিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর দায়ে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় মহামারী এবং করোনা বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারাতেও মামলা রুজু হয়েছে। রাজভবনের সামনে সোম ও মঙ্গলবারের বিক্ষোভের প্রতিবাদে বুধবার সকালে রাজ্যপাল টুইট করেন। রাজভবনের সামনে ১৪৪ ধারা জারি থাকলেও কীভাবে এমন বিক্ষোভ দেখালেন ওই ব্যক্তি, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। এমনকী পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেন। তার পর ২৪ ঘন্টা বাদে ওই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল। নারদ মামলায় রাজ্যের চার ওজনদার নেতার গ্রেফতারি নিয়ে সরগরম রাজনীতির আঙিনা। চলছে জোর চর্চা। তারই মাঝে গ্রেফতারির বিরোধিতায় ভেড়ার পাল নিয়ে রাজভবনের সামনে অভিনব প্রতিবাদ দেখিয়েও শিরোনামে ওই বিক্ষোভকারী। ঘটনার দু’দিন পর ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হল।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সেন হিসেবে দায়িত্ব নিলেন পরেশচন্দ্র অধিকারী

মেখলিগঞ্জ, ২০ মে (হি. স.) : কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপার্সেন পদে দায়িত্ব নিলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক তথা রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী। বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জ পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপার্সেন হিসেবে মেখলিগঞ্জ পুরসভার পুর আধিকারিক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরীর থেকে দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে নেন তিনি। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের দুই সদস্য গোপালপ্রসাদ সাহা, কেশব দাস সহ অনান্যরা।এদিন পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, ‘সরকারি নির্দেশ মত এদিন পুনরায় মেখলিগঞ্জ পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপার্সেন হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলাম।

রবীন্দ্রনাথ আজও প্রাসঙ্গিক

অরূপকুমার ভৌমিক

একদিন যেমন চলছে ধর্ম নিয়ে রাজনৈতিক খেলা। অপরদিকে চলছে নির্বাচন নিয়ে হানাহানি। মানুষ তার মনুষ্য ধর্ম ভুলে যেতে বসেছে। ধর্ম বলতে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে রয়েছে মন্দির -মসজিদ-ঈশ্বর-আল্লা-রামের মতো কিছু কাল্পনিক ধারণা।

কিন্তু আমরা জানি ঈশ্বরের কোনও ধর্ম নেই। এই মহাজাগত প্রতি মুহূর্তে প্রসারণশীল। সকালের তো একটাই ধর্ম। তা হোল এই মহাজগতের ধর্ম। ধর্মের চেয়েও বড় আমরা মানুষ।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—“আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, একথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপাল হয়ে গেল। কিন্তু ‘আমি মানুষ’ একথা কাহাকেও বলতে শুনি না। যাঁরা মানুষ নয়, তারা হিন্দু হোক বা মুসলমান, তাদের দিয়ে জগতের কোনও লাভ নেই।”

তিনি আরও বলেছিলেন—‘দুর্দর্শনার হাত হইতে উদ্ধারের কোনও পথই না, এমন কথা মনে করাই মানুষের ধর্ম নয়। মানুষের ধর্ম জয় করিবার ধর্ম, মানিবার ধর্ম নয়।

তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সুখে দুঃখে আঁধারে আলোকে অমৃতের সন্ধানে তিনিই পথ দেখিয়েছেন। সারস্বত সাধনার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বছর ঘুরেই আবার ফিরে এসেছে ২৫ বৈশাখ নব সঞ্জীবনের বার্তা নিয়ে। একটি মানুষ যে একটি ক্রম প্রসারিত বিরাট সংস্কৃতির ধারক বাহক সে কথাটি পৃথিবীর নতুন প্রজন্মের মানুষ নতুন ভাবেই জানব।

কবি শামসুর রহমান রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছিলেন—‘তুমি নও সীমিত শুধুই কোনও পাঁচিশে বৈশাখে। তোমার নামের ঢেউ একটি দিনের সংকীর্ণ পরিধি ছিঁড়ে পড়েছে ছড়িয়ে রূপানারায়এমর কুলে , বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘে অন্তরের শুভ্রতায়, তুমি নও সীমিত শুধুই পঁচিশে বৈশাখে।

অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানপত্রে রবীন্দ্রনাথকে ‘সার্বভৌম কবি’ বলে সম্বোধন করেছিলেন। বহুধা ব্যাপ্ত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি জগৎ। সর্বক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ। একাবারে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি, সংগীতকার গল্পকার নাট্যকার, উপন্যাসিক চিত্রশিল্পী ভ্রমণ কাহিনি ও আত্মজীবনী লেখক।

সর্বজনের তিনি অন্তরের। তাঁরপরও সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে অংশ থেকে পূর্ণতা, সুক্ষতম গভীরগামিতা থেকে বিশ্বচরাচরে মা স্পন্দিত । ভারতের রেনেসাঁর উজ্জ্বলতম স্রষ্টা যে রবীন্দ্রনাথ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শুধু দেশ জুড়ে নয়। বিদেশেও রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন হয়েছে। ৭১ তম জন্মদিন ১৯৩২ সালে ইরানের রাজার উদ্যোগে পালিত হয়েছিল। সে উপলক্ষে সমস্ত বাড়িটিতে ফুলমালায় সজ্জিত করা হয়। দেশবিদেশ থেকে তার বার্তার মাধ্যমে কবিকে শুভকামনা পাঠিয়েছেন বিদগ্ধ মানুষরা, পারস্য রাজ্যও রবীন্দ্রনাথকে, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রথম শ্রেণির রাজকীয় পদক প্রদান করেন। সে দিটাকে স্মরণীয় করতে রবীন্দ্রনাথও চুপ করে বসে থাকলেন না।, তাঁর লেখনি উদ্ভাসিত হল---তিনি ইরানের উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেলেন---‘ইরান তোমার মত বুলবুল, তোমার কাননে বস্তন্ত ফুল বিদেশি কবির জন্মদিনের মানি।

পাশাপাশি চিন, সিংহল, জেনেভা, ইংল্যান্ড এই বিদেশি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মদিনটি উপভোগ করেছে। রবীন্দ্রাথকে নিয়ে আমাদের বিশ্বাসের অন্ত নেই। তেমনি তাঁকে নিয়ে আমাদের বিজ্ঞাসার অন্ত নেই। তাঁকে নিয়ে গবেষণা হয়েছে, এখনও চলছে। ১৯২৩ সালে যেদিন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবর পান রবীন্দ্রনাথ। সেদিন শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন এ্যাডওয়ার্ড থমসন। তিনি এ উপলক্ষে স্মরণ করে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তিনিই প্রথমে বিদেশি ইংরেজ কবি রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ সন্ধান লাভের সংবাদে অভিনন্দ জানান। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে কবি পল নাদা বলেছিলেন—‘বাইবেলের মতো এই গ্রন্থ তাঁকে শক্তি আর প্রশান্তি দেয়। কবি ইয়েটস গীতাঞ্জলি পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রাথ প্রতিভাত হয়েছিলেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রদত্ত ডি-লিট সমাবর্তনে বলা হয়েছিল এক অযুতমনস্ক কবি ও লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ---যে রসে তিনি সুবিখ্যাত, দার্শনিক ---যাঁর কথা ও কাজে তার প্রমাণ। শিক্ষা ও সুচিন্তিত মতবাদের যৎপরোনাস্তি সমর্থক, গণযুক্তির অত্যুৎসাহী প্রতিরক্ষক। যিনি তাঁর জীবন ও চরিত্রের পবিত্রতার জন্য সমস্ত মানুষের প্রশংশা লাভ করেছে। রবীন্দ্র মাত্র ২৩ বছর বয়সে ১০ বছরেরও কম খুলনার ফুলতলির ভবতারিনী মৃণালিনী দেবীকে বিয়ে করেন। উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনে মৃণালিনী দেবী হলেন পাঁচ সন্তানের জননী।

কিন্তু ১৯০২ সালে মাত্র ২৮ বছর ৮ মাস বয়সে লোকান্তরিত হন মৃণালিনী দেব। মৃত্যু পথযাত্রী অসুস্থ স্ত্রীর জন্য শেষ কয়েকটি দিন অক্লান্ত সেবা যত্ন, শুশ্রুষা করেছেন তা রবীন্দ্র জীবনীতে পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর সেই ধ্যান গম্ভীর স্তব্ধ শোক। সেও বিস্মৃত হবার নয়। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রাথ ভেঙে পড়েননি। তিনি নিজের কাগজ ‘বঙ্গদর্শনে’ লিখলেন ‘শেষ কথা,’ ‘প্রার্থনা’, ‘আহ্বান’, ‘পরিচয়’ ও ‘মিলন’ সহ পাঁচটি স্মরণ কবিতা। এদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রথম কবিতা হল---‘তখন নিশীথ রাত্রি, গেলে ঘর হতে, যে পথে চলনি কভু সে অজানা পথে। যাবার বেলায় কেন বলিলে না কথা। লইয়া গেলে না করো বিদায় বারতা।

কাব্যে গানে গল্পে নাটকে প্রবন্ধে সমগ্র সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ মানুষের শুভবোধ জাগ্রত করার ব্যাকল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বাংলা ভাষার শিক্ষাদাতা । তাঁর জন্মদিন পালিত হওয়ার আগ্রহকে জানান দেয়া তাতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের গর্ব জাগে। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের ভাব সম্পদ হয়ে আছে। এ ঘেঁষে জীবনবোধে যে ভাবান্তর ঘটনায় এ গান এ পরিশীলনগুণে আর কোনও গান এত ছোঁয়াচে ধর্মী? বর্তমান রাজনীতির কোন্দল কোলাহলে আজকের বাঙালি সামাজিক হলে পের্যুদস্ত। এর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথকে আপন করে নেওয়ার উদ্যমকে অন্তরদিয়ে গ্রহণ করতে পারলেতবেই হবে জন্মদিবস পালনের সার্থকতা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পৃথিবী ততটাও ছোট হয়ে যায়নি

নবকুমার বসু

পৃথিবীটা আগের থেকে অনেক ছোট হয়ে গেছে---ইদানীং এটা বেশ প্রচলিত কথা। আসলে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম সহজে এবং সুলভে হাতের মুঠোয় চলে আসার জন্যই এমন অনুভূতিঞ্জাত তুষ্টির কথা বলে মানুষ। মোবাইল, টেলিফোনের দৌলতে প্রায় আক্ষরিক অর্থেই তো পৃথিবা এখন হাতের মুঠোয়। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যোগাযোগ, কথা বলা, এমনকী, চাক্ষুষ দেখাদেখিরও কোনও বাধা নেই। ব্যাপারটা শারীরিক হতে গেলে নেহাত উড়ানের উপর নির্ভর করতে হয় বলেই সময়কে একটু গুরুত্ব দিতে হয়। আর কী ভাগ্যিস, সেই ব্যবধানটুকু একনও অস্তিত্বহীন হয়ে যায়নি। তা নয়তো মোবাইল ফোনের অনুষঙ্গে যে ‘ভাইরাস’-এর নাম শোনা যায়, করোনার জাতগেত্রও যদি তেমন হত? ফোনাফুনির মাধ্যমেই যদি ছড়িয়ে যেত ধরণীর পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে? তাহলে আর কিছু না, ভ্যাকসিন আবিষ্কারের আগেই বোধহয় উজাড় হয়ে যেত মানব সম্প্রদায়ের অনেক খানি। ঠাকুর বাঁচিয়েছেন। করোনা ভাইরাস ছড়ানোর জন্য পৃথিবাকে অন্তত ততটা ছোচ করে দেননি এখনও। আমাদের চেনা হোক, কিংবা অ-চিন, ইউহান হোক বা হনলুলু, বন্য বাদুড় তথা পশুপাখির মাংসের বাজার কিংবা গোপন গবেষণাগার , যেখান থেকেই উদ্ভুত হোক, করোনাকে উড়ান ধরতে হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঢুকে (কিংবা চতুর পরিকল্পনামাফিক ‘বায়োলজিক্যাল ওয়েপন’ হিসাবে ঢুকিয়ে দিয়ে। তাকে পারাপার করতে হয়েছে, ছড়াতে হয়েছে এ মহাদেশ থেকে ও মহাদেশে। ধরাশায়ী হওয়ার আগে আমরা কিছুটা সময় পেয়েছিলাম বইকি। মনে আছে এক বছর আগে যখন ‘করোনা’ নামটা জনপরিসরে সদ্য পরিচিতি হওয়ার জন্য নানা মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে (এবং আসল অদৃশ্য ভাইরাস অবশ্যই দেশ থেকে দেশান্তরে), আমরা তখন ঠাট্টা করেছি এই বলে যে, করোনা নিয়ে আমাদের কোনও চাপ নেই, কারণ আমরা ছোট থেকেই ‘এটা করো-না, ওটা করোনা শুনিতে শুনতে অভ্যস্ত অথবা ইমিউনড হয়ে গিয়েছি। হায় রে কপাল, তখন যদি এই করোনা (ভাইরাস) আর তার ইমিউনিটি নিয়ে খানিকটা ধারণা থাকত, তাহলে পৃথিবীব্যাপী এই ২২ থেকে ২৩ লাখ (পরিসংখ্যানের সত্যতা যাচাইযোগ্য বলে লেখকের মত) মানুষের মৃতুরে অনেকটা ঠেকানো সম্ভব হত।

কিন্তু দোষ দেব কাকে? আমরা অনেক দিন থেকেই গাইছি; ‘অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে.....’। পরের লাইনে যদিও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘অচেনাকেই চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে...’ এই বাণীতে নিশ্চয়ই সাবধান করার ইহিগত ছিল না! তবে অনেচাকে চিনে নিতে গিয়ে আমাদের যে বারবার চিনে ছুটতে হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার মধ্যেই জীবন ভরে ওঠার বদলে কিছুটা খালি হয়ে গেল, সেটাও সত্যি। এখনও হচ্ছে। তাহলেও অচেনা-ভাইরাসকে বছরখানেকের মধ্যে আমরা অনেকটা চিনতে পেরেছি। ইতিমধ্যে করোনা নিয়ে কথার কচকচি কখনও ক্লান্তিকর হয়ে উঠলেওষ কিছু তথ্য নিজেদের স্বার্তেই আমাদের জানা দরকার।

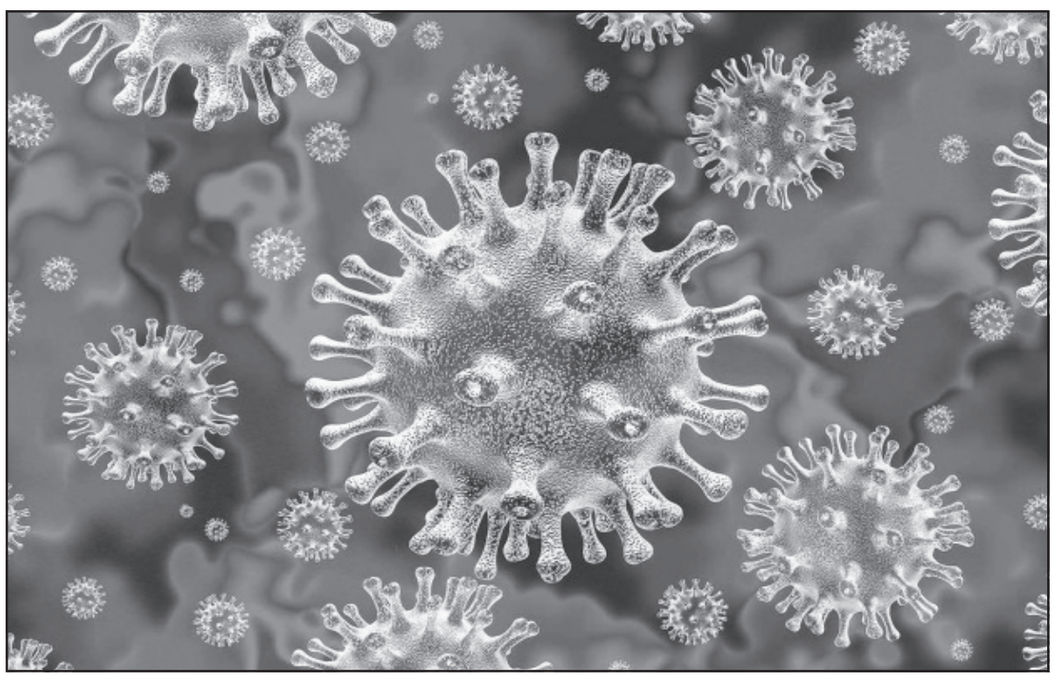

ভাইরাস কী? সুক্ষ্মতম নিষ্ক্রিয় এমন বস্তু, যা পছন্দমতো সজীব কোষের সংস্পর্শে এলে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ধারাবাহিকভাবে সংক্রমণ এবং ধ্বংস করে যেতে থাকে। করোনা ভাইরাস তথা ‘কোভিড ১৯’ -এর কাছাকাছি চরিত্রের ভাইরাস ইতিপূর্বে আমাদের চেনা থাকলেও , এই বিশেষ আক্রমণাত্মক-আচরণের জীবাণু আমাদের পরিচিতি ছিল না। ভাইরাস বিশেষজ্ঞরা যখন তাকে চিহ্নিত করলেন, ততদিনে উড়ানে উড়ানে ছোট হয়ে যাওয়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বাতাসেই করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। চিন ছাড়া ইউরোপ আর আমেরিকা —দু’টি মহাদেশেই প্রবলভাবে মানুষ আক্রান্ত হতে শুরু করল। চিনের পরিসংখ্যান ধোঁয়াশায় আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র),ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া, ব্রিটেন, মেক্সিকো, ইতালি ইত্যাদি।

বর্তমান লেখখ ব্রিটেনপ্রবাসী। বিশেষ করে খেয়াল করলাম, ‘কোভিড ১৯’ -এ মৃত্যুসংখ্যা এদেশেই সব থেকে বেশি। দেশ হিসাবে মৃত্যুতালিকার পঞ্চমে নাম থাকলেও, রানির দেশের সাকুল্যে সাড়ে ছ’কোটি জনসংখ্যার অনুসারে ১ লক্ষ হাজার মানুষের মৃত্যু (৭ ফেব্রুয়ারি মাফিক), করোনায় মৃত্যু সর্বোচ্চ রেকর্ড। অন্য কয়েকটি দেশে মৃত্যুসংখ্যা আরও বেশি হলেও সেখানে জনসংখ্যাও অনেক বেশি। আমাদের দেশে (ভারতে) ১ লক্ষ ৫৫ হাজার মৃত্যু হলেও (সরকারি হিসাব যদিও) জনসংখ্যা ১৩০ কোটিরও বেশি, সুতরাং....। আমরা এখনও জানি না, আবহাওয়া কিংবা তাপমাত্রা, না কি মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি, না কি গাত্রবর্ণ কিংবা দেশের দূষণ অথবা দূষণহীনতা, কোনটি করোনা প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অন্তত বিলেতের মতো ছোট অথচ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দেশে স্বাস্থ্য এবং আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে এত বড় ধাক্কা আগে আর আসেনি। বস্তুত, করোনাক্রান্ত মানুষের মৃত্যুসংখ্যাকে অনেকটাই অতিক্রম করে গিয়েছে। অথচ পৃথিবীর মধ্যে এমনও ব্রিটেন দেশটির স্বাস্থ্য দফতর এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা যে অন্যতম, তাতে সন্দেহ নেই সএদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা বা ‘ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস’ সংক্ষেপে ‘এনএইচএস’ ডনসংখ্যার শতকরা ৯৫ শতাংশকেই যাবতীয় (শারীরিক-মানসিক-সামাজিক) চিকিৎসা দিয়ে থাকে। অসুখের চিকিৎসা-সংক্রান্তচ ব্যাপারে রোগী চিকিৎসকও হাসপাতালের মধ্যে কোনও টাকা পয়সা দেওয়া নেওয়ার নিয়ম নেই। দেশের সব মানুষের চিকিৎসার মান এক। রানির দেশকে এখনও মরা হাতি লাখ টাকা বলা যায় এই সুবিন্যস্ত, সুপরিকল্পিত এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আয়োজনের নিরিখে। তা সত্ত্বেও ওই বিপুল সংখ্যক মৃত্যু এবং তার থেকে বহুগুণ বেশি আক্রান্ত মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা দিতে গিয়ে ব্রিটেনের এনএইচএস বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যাবতীয় রুটিনমাফিক চিকিৎসা, অপারেশন, সব বন্ধ। বেড ভর্তি হয়ে আছে করোনা রোগীতে। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেক ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, অ্যাম্বুল্যান্স চালত। দেশজুড়ে চলছে কঠোর লকডাউন। তার মধ্যেই অবশ্য আশার সঞ্চার হয়েছে টিকা তথা ভ্যাকসিনের ব্যবহারে ছাড়পত্র পাওয়ায়। ব্রিটেনের মতো ছোট দেশটিকে কৃতিত্ব দিতে হবে সেক্ষেত্রেও। আমেরিকা থেকে ফাইজার কোম্পানি প্রথমেই ‘কোভিড ১৯’ ভ্যাকসিন ব্যবহার শুরু করলেও, তার দাম (২৬ পাউন্ড, তথা ২৫০০ টাকা) এবং সংরক্ষণের জন্য যে-তাপমাত্রা প্রয়োজন (৭০- ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), তার জন্য হিমশিম খেতে হচ্ছিল। ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় একই সময়ে যে টিকা অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোম্পানির মাধ্যমে নিয়ে এল, তার দাম ফাইজারের ১০ শতাংশ; সংরক্ষণের জন্য সাধারণ ফ্রিজের তাপমাত্রাই যথেষ্ট এবং সর্বোপরি কর্মক্ষমতায় প্রায় কোনেও তফাত নেই ফাইজারের সঙ্গে। পৃথিবীজুড়েই এই মুহূর্তে অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় (এমনকী, ভারতে যে ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হচ্ছে, তা ও এই ফরমুলা অনুযায়ী) তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণে এবং উপকারিতাও প্রমাণিত হয়ে চলেছে। তবু অশান্তির মেঘ যেন কাটতে চাইছে না, ভাইরাসের নতুন স্ট্রেন বা চারিত্রিক গঠনের আচরণের জন্য। ভ্যাকসিন বিশেষজ্ঞরাও বসে নেই এবং প্রশাসনও। এই যৌথ উদ্যোগের ফলাফল জানাবে সময়।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস নিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করতে চান স্বাস্থ্যকর্তারা

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : রাজ্যবাসীকে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সংক্রমণ নিয়ে সতর্ক করতে চান স্বাস্থ্যকর্তারা। বিভিন্ন জেলা থেকে সংক্রমণ সংক্রান্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। তার ভিত্তিতে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা তৈরি করার কথা ভাবছে স্বাস্থ্য দফতর। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে একথা জানানো হয়েছে।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৫ জনের শরীরে এই ছত্রাকের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এমনকি ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের উপসর্গ থাকা একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলেও খবর। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে দ্রুত ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সংক্রান্ত একটি সরকারি নির্দেশিকা তৈরির প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজ্য। এ বিষয়ে বুধবার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসেন বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তী।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা মিউকোরোমাইকোসিসের সংক্রমণকে ইতিমধ্যেই 'মহামারি' বলে ঘোষণা করেছে রাজস্থান এবং তেলঙ্গানা সরকার। মহারাষ্ট্রেও ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণে ইতিমধ্যেই ৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে দেড় হাজার। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে ৫ জন রোগীর শরীরে এই ছত্রাকের সংক্রমণের খবর জানার পরই বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা।

এই বিশেষ প্রজাতির ছত্রাক সংক্রমণ সাধারণ কোভিড আক্রান্ত রোগীদের মধ্যেই দেখা যায়। তবে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজ্যে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত ৫ জনই করোনা রোগী নন। সূত্রের খবর, ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের উপসর্গ নিয়ে আর এক জন রোগী ভর্তি ছিলেন একটি বেসরকারি হাসপাতালে। দিন পাঁচেক আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকলে এটিই হবে রাজ্যে এই বিশেষ ছত্রাক সংক্রমণে প্রথম মৃত্যু। তবে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যের হাতে মিউকোরোমাইকোসিসের ওষুধ অ্যাম্ফোটেরাইসিন বি যথেষ্ট পরিমাণে মজুত আছে। তাই এই রোগের চিকিৎসায় অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অন্য বেঞ্চে নারদ মামলার শুনানি সরাতে মদন মিত্রর আরজি খারিজ হাইকোর্টে

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : বৃহস্পতিবারও জেলেই থাকছেন নারদ মামলায় ধৃত চার ওজনদার নেতা। বৃহস্পতিবার যাতে অন্য বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয় তার জন্য আবেদন করেছিলেন মদন মিত্রের আইনজীবী। কিন্তু বেলা গড়াতেই সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। জানিয়ে দেওয়া হয় শুক্রবার এই মামলার শুনানি হবে।

বৃহস্পতিবার সকালেই কলকাতা হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে দেড় লাইনের একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়, অনিবার্য কারণবশত এদিন নারদ মামলার শুনানি হবে না। এরপরই ধৃত তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক মদন মিত্রের আইনজীবী কলকাতা হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে আবেদন করেন। বলেন, "আজ হাই কোর্টে অন্য ডিভিশন বেঞ্চ তো বসছে। সেখানেই এই মামলার শুনানি হোক।"

রেজিস্ট্রার জেনারেল হলেন প্রধান বিচারপতির বার্তাবাহক। তিনি কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দলকে জানান। সূত্রের খবর, প্রধান বিচারপতি সেই অনুমতি না দিয়ে জানান, শুক্রবারই তাঁর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ বসবে। এই বেঞ্চে নারদ মামলার শুনানি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। তাই অন্য বেঞ্চে শুনানি শুরু করে লাভ নেই। তাই এদিন অভিযুক্ত মদন মিত্রের আইনজীবীর আরজি খারিজ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, বুধবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে প্রায় আড়াই ঘণ্টা নারদ মামলার শুনানি হয়। কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে বুধবার নারদ মামলার দ্বিতীয় শুনানি হয়। মূলত, সিবিআইয়ের হাতে ধৃত ২ মন্ত্রী-সহ রাজ্যের ৪ হেভিওয়েট নেতার জামিনে যে স্থগিতাদেশ জারি করেছিল উচ্চ আদালত, তা তুলে নেওয়ার আবেদন নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি ছিল। সব মিলিয়ে, মামলার ভবিষ্যৎ এই মুহূর্তে বেশ অনিশ্চয়তার মুখে। বন্দিদশাও বেড়ে চলেছে ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্র, শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা পরিস্থিতিতে বৃদ্ধ রোগীদের চিকিৎসার জন্য বাড়িতে হাজির চলমান চেম্বার

সিউড়ি, ২০ মে (হি. স.) : করোনার উপসর্গ রয়েছে অথচ ডাক্তারের কাছে যাবেন কিনা ভাবছেন এমন মানুষজনের জন্য এগিয়ে এলেন সিউড়ির কয়েকজন যুবক। তাঁদের উদ্যোগেই চালু হয়েছে ''চলমান চেম্বার''। টোটোয় চড়ে রোগীর বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন চিকিৎসকরা। ক্লিনিক অন হুইল বা চলমান চেম্বার।কি থাকবে ওই ''চলমান চেম্বার''-এ? উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন টোটোয় ওই ''চলমান চেম্বার''-এ থাকছেন চিকিৎসক।সঙ্গে থাকছে এটা এমন এক পরিষেবা যার মাধ্যমে রোগীর বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাবে ডাক্তার সহ একটা পুরো ক্লিনিক।এই মোবাইল ক্লিনিক এ থাকছে অক্সিজেন সাপোর্ট, নেবুলাইজার,অক্সিমিটার,বিপি মেশিন,থার্মাল গান,মাস্ক, স্যানিটাইজার অতিরিক্ত প্রয়োজনের জন্য পিপিই কিট, প্রয়োজনীয় ওষুধ ইঞ্জেকশন সহ আরো প্রয়োজনীয় জিনিস।চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। রোগীর বাড়ি পৌঁছে ঘরে বসেই তাঁকে দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন চিকিৎসকরা।সিউড়ির কয়েক জন উদ্যোগী যুবক মিলে তৈরি করেছে উপহার নামে একটি সংস্থা। তাদের উদ্যোগেই শুরু হয়েছে এই সেবা কাজ।আর এই কাজ কে বাস্তবায়িত করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন দুই চিকিৎসক। তারা কেউ বীরভূমের মানুষ না হলেও এই জেলা তাদের কর্মস্থল। তাই সিউড়ির মানুষদের জন্য এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন সিউড়ি হাসপাতালের চিকিৎসক ডা জিষ্ণু ভট্টাচার্য ও রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা প্রিয়ন্ত সরকার। এদিন সিউড়ি শহরের বড় বাগান এলাকার বাসিন্দা উজ্জ্বল পাল। তিনি ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত। তার বাড়ি গিয়ে চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখেন তার অক্সিজেন লেভেল কমতে শুরু করেছে। তাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করার নির্দেশ দেন চিকিৎসক। পাশাপাশি শহরের ভট্টাচার্য পাড়ায় পৌঁছে যায় এই ''চলমান চেম্বার''। ওই পাড়ার বাসিন্দা আশি বছরের বৃদ্ধ অশোক ভট্টাচার্যের পরিবারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় উদ্যোগতা দের কাছে। সেই মত চলমান চেম্বার সহ শিক্ষক বাড়িতে বসে ওই বৃদ্ধের চিকিৎসা করেন। অশোক বাবুর ছেলে অলোক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই করোনা কালে যখন মানুষ ঘর থেকে বাইরে বেরোচ্ছে না। তিন দিন ধরে বাবা কে ডাক্তার দেখানোর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছি। কিন্তু কোন ডাক্তার পায়নি। এদের কাছে আবেদন করতেই আজ বাড়ি তে ডাক্তার এসে দেখে গেল। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে গেল। আমরা এই ধরনের পরিষেবা পেয়ে ধন্য।' উদ্যোগতা দের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পরিষেবা তে প্রাথমিকভাবে বয়স্করা অগ্রাধিকার পাবে, শুধুমাত্র সারা সিউড়ী শহর জুড়ে পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে তারা। আপাতত প্রাথমিক পর্যায় প্রতিদিন দশটি করে রোগী এই ক্লিনিকের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা কাজ শুরু হয়েছে।চিকিৎসক জিষ্ণু ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা আমাদের হাসপাতালের পরিষেবা দেবার পর অতিরিক্ত সময় যেটুকু পাচ্ছি তাতে শহরের মানুষের পাশে থাকা চেষ্টা করছি। উদ্যোক্তা প্রিয়নীল পাল জানালেন, সিউড়ি শহরে যেসব মানুষ অসুস্থ হয়ে বাড়িতেই রয়েছেন।চিকিৎসা পাচ্ছেন না। হাসপাতালে যেতে পারবেন না তাদের কাছেই পৌঁছে যাবে ''চলমান চেম্বার''। কেউ মনে করলে চলমান চেম্বারের ফোন নম্বরে ফোন করলেও পেয়ে যাবেন পরিষেবা। আমরা আমাদের নাম্বার সোস্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছি মানুষের সুবিধার জন্য।'

এত মৃত্যু প্রাণে সয় না, টুইটে তসলিমা নাসরিন

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : ভারতে করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন লেখিকা-চিকিৎসক তসলিমা নাসরিন। বৃহস্পতিবার তাঁর এই ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের একটি নামী দৈনিকে।

তিনি লিখেছেন, "কোভিড থেকে বাঁচার জন্য প্রতিষেধক নিতে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে মানুষ এখন অস্থির হয়ে উঠছে। ভারতে এমন কিছু লোক আছে যারা গায়ে গোবর মাখলে এবং গোমূত্র পান করলে করোনাভাইরাস থেকে রেহাই পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করে। গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে এলেও করোনা থেকে বাঁচা যাবে বলে কুম্ভ মেলার গঙ্গা-স্নানে যাওয়া অনেকেরই গভীর বিশ্বাস। করোনাকে বিদেয় করার নানা কিছু করেও মানুষের কোভিড ধরা পড়ছে। তারপরও কিন্তু গঙ্গা-স্নানের ওপর বা গোবর-গোমূত্রের ওপর যে বিশ্বাস, তা একটুও কমছে না মানুষের। গোশালাগুলোয় এখন ভিড় বাড়ছে। কোভিড যেন ধারে কাছে না ঘেঁষতে পারে, সেজন্য সারা গায়ে গোবর মেখে বসে থেকে মাথায় গোদুগ্ধ ঢেলে স্নান করছে, আর গোমূত্র পান করছে মানুষ। বিশ্বাস মানুষকে দিয়ে অবিশ্বাস্য সব কাজ করিয়ে নিতে পারে। এদের জন্য আমার মায়া হয়। বিজ্ঞানে বিশ্বাস করলে পশুর বর্জ্য পদার্থ এদের পান করতেও হতো না, গায়েও মাখতে হতো না, মূল কথা, এত দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।

ভারতীয় মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জেএ জয়লাল বলে দিয়েছেন, 'গোবর বা গোমূত্র রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়-এরকম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গোবর গোমূত্র সেবন কিন্তু মানুষের শরীরে নতুন রোগ সৃষ্টি করতে পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।' আমি জানি না জয়লালবাবুর এই উপদেশে আদৌ কোনও কাজ হবে কিনা। যদি কাজ হয় তাহলে নিশ্চয়ই মাস্ক পরবে মানুষ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবে। মুশকিল হলো, ধর্ম কর্ম করার পর অনেকে ভাবে যে ঈশ্বর ভগবান তাদের বাঁচাবে।

কুম্ভ মেলা, রাজনৈতিক সভা, নির্বাচনের মিছিল, করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট-সব কিছু মিলিয়েই কোভিডের দ্বিতীয় তরঙ্গ এমন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। লাশের লাইন লেগেছে। লাশ দাহ করার ব্যবস্থাও ভেঙে চুরচুর। যমুনায় এখন লাশ ভাসছে, শত শত লাশ ভাসছে গঙ্গায়। পচা গলা লাশ। আধপোড়া লাশ। কোভিড রোগে মৃতদের সৎকার আর সম্ভব হচ্ছে না। কাঠ নেই চিতা জ্বালাবার, জায়গা নেই মৃতদেহ রাখার। তাছাড়া কোভিড হওয়াদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতেও তো ভয়। কখন না আবার সংক্রামিত হয় স্বজন-বন্ধু। অগত্যা সলিলসমাধিই তাদের সিদ্ধান্ত। লাশগুলো উত্তর প্রদেশ থেকে গঙ্গায় ভেসে ভেসে বিহারে এসে পৌঁছেছে। নদীর কিনারে জড়ো হয়েছে প্রচুর কুকুর। উড়ে এসেছে ঝাঁক ঝাঁক কাক। পচা গলা দেহগুলো খাচ্ছে। কুকুর এবং কাকের রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা, নদীর জল দূষিত হওয়ার আশঙ্কা-আমাদের অজস্র আশঙ্কার সঙ্গে যোগ হলো এই দুই আশঙ্কা। মহামারীর সময় লাশ নদীর জলে ফেলে দেওয়া এ নতুন কোনও ঘটনা নয়। ১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ফ্লু-তে যখন ভারতবর্ষের মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল, কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, নর্মদা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল পচা গলা লাশ। তখনও চিতার কাঠের অভাব হয়েছিল। আত্মীয়রাও সংক্রামিত হচ্ছিল ফ্লুতে। তখনও কাক আর কুকুর ভিড় করেছিল লাশ খেতে। তখনও নদীর জল দূষিত হয়ে উঠেছিল। এই তো গত কিছুদিন দিল্লির শ্মশানে লাশের ভিড় এত বেড়েছিল যে শহরটি শ্মশান হয়ে গিয়েছিল।

সরকারি হিসাবে মৃত্যু চারশো। অথচ প্রতিদিন চিতা জ্বলেছে প্রায় দেড় হাজার। শ্মশানে সম্ভব হয়নি বলে মানুষ চিতা জ্বালিয়েছে পার্কে, গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায়। মানুষ মরেছে রাস্তায়, ফুটপাতে, হাসপাতালের বারান্দায়, গাড়িতে, অটোরিকশার ভিতরে। কী এক ভয়ঙ্কর চিত্র! মহামারী বা অতিমারী ঠিক কাকে বলে এবং দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা আমূল ভেঙে পড়লে ঠিক কী হতে পারে-তা মানুষ বিস্ফারিত চোখে দেখেছে। মানুষ দেখেছে মানুষের হাহাকার, করুণ আর্তনাদ।

এখন তো মানুষ বিস্ফারিত চোখে নদীর জলে ভাসতে থাকা শত লাশও দেখছে। কোভিডের প্রথম তরঙ্গে এত বেশি সংক্রমণও ঘটেনি, এত বেশি মৃত্যুও ঘটেনি। দ্বিতীয় তরঙ্গ ঘরে ঘরে সংক্রমণ আর মৃত্যু দিচ্ছে। মানুষ টিকা নিয়েও অসুস্থ হচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখজনক খবর শুনছি, কেউ কেউ কোভিড থেকে বাঁচার দু'ডোজ টিকা নিয়েও কোভিড থেকে বাঁচতে পারছে না। প্যানিক না হয়ে বোধহয় উপায় নেই। এত দুঃখেও চোখ জুড়িয়েছে দেখে যে কিছু মুসলমান হিন্দুর সৎকারে সাহায্য করছে। তারাও দিল্লির শ্মশানে চিতাকাঠ বয়ে এনেছে। তারাও চিতা জ্বালিয়েছে।

করোনাভাইরাস তো ধর্ম দেখে মানুষকে আক্রমণ করে না। মুসলমানদের ধর্মীয় জমায়েতে যেমন করোনা হামলা করেছে, হিন্দু ক্রিশ্চানদের ধর্মীয় জমায়েতেও একইভাবে হামলা করেছে করোনা। গণকবরে কোভিডে মৃত্যু হওয়া মুসলমানদেরও শোয়ানো হচ্ছে। চিতাকেও তো গণচিতাই করা হয়েছে। এক চিতার আগুনে কয়েকটি করে মৃতদেহ পোড়ানো হয়েছে। এই দুঃসময়ে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াবে না তো কবে দাঁড়াবে? মানুষের এই কঠিন সময়ে হিংসে ঘৃণা সাম্প্রদায়িকতা জাত পাত ভুলবে না তো কবে ভুলবে?''হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাংলাদেশের প্রথিতযশা সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের জামিন আদেশ রোববার

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২০।। অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ও দণ্ডবিধি ভঙ্গের অভিযোগে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের করা মামলায় বাংলাদেশের প্রথিতযশা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের জামিন শুনানি শেষ হয়েছে। আগামী রোববার (২৩ মে) মামলাটির জামিন আদেশ দেয়া হবে।

বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর হাকিম বাকী বিল্লাহের ভার্চুয়াল আদালত জামিন আদেশের জন্য এ দিন ধার্য করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে রাষ্ট্রপক্ষের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হেমায়েত উদ্দিন খান হিরণ বলেন, কোনো মানুষ আইনের উর্ধ্বে নয়। আসামির বিরুদ্ধে যে ধারায় মামলা করা হয়েছে সেটা জামিন অযোগ্য। আর তাকে জামিন দিলে তদন্তে বিঘ্ন ঘটবে। আসামির কাছ থেকে আলামত উদ্ধার করা হয়েছে। এজন্য তাকে জামিন দেয়া ঠিক হবে না।

রোজিনা ইসলামের আইনজীবী এহসানুল হক সমাজি বলেন, এজাহারে সেরকম কোনো আলামতের বর্ণনা নেই। যে আলামতের কথা বলা হচ্ছে, তা পরে ম্যানিপুলেট করা। ব্রিটিশ আমলের যেই 'অফিসিয়াল সিক্রেটস' আইনে এ মামলা করা হয়েছে, বাংলাদেশে সেই আইনের ব্যবহার অত্যন্ত কম। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও এ আইন প্রয়োগের তেমন নজির নেই। ভারতে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে এ আইন ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তাই এ মামলায় আসামি জামিন পাওয়ার অধিকার রাখেন।

এর আগে আজ বৃহস্পতিবার আসামি রোজিনা ইসলামের পক্ষে তার আইনজীবী এহসানুল হক সমাজী ও প্রশান্ত কুমার কর্মকারসহ অন্য আইনজীবীরা জামিন শুনানি করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন আদেশ পরে দেবেন বলে জানান।

রোজিনার আইনজীবী প্রশান্ত কুমার কর্মকার তখন বলেছিলেন, আদালত আমাদের কথা শুনেছেন। শুনানি পর্যালোচনা করে পরে রায় দেবেন। বৃহস্পতিবারের মধ্যেই রায় দেয়ার চেষ্টা করবেন। এর আগে মঙ্গলবার মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে রোজিনার পাঁচদিনের রিমান্ড নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শাহবাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আরিফুর রহমান সরদার। এ সময় আসামিপক্ষে তার আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। এরপর আদালতে রিমান্ড আবেদন খারিজ করে বৃহস্পতিবার জামিন শুনানির জন্য দিন ধার্য করেন।

এদিকে, গত সোমবার রাজধানীর শাহবাগ থানায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ডা. মো. শিব্বির আহমেদ ওসমানী বাদী হয়ে দণ্ডবিধির ৩৭৯ ও ৪১১ ধারায় এবং অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের ৩ ও ৫ ধারায় রোজিনার বিরুদ্ধে মামলা করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবের একান্ত সচিবের দফতরে ঢুকে দাফতরিক গুরুত্বপূর্ণ কাগজ শরীরের বিভিন্ন স্থানে লুকানো এবং মোবাইলের মাধ্যমে ছবি তোলেন রোজিনা ইসলাম। তখন একান্ত সচিব দাফতরিক কাজে সচিবের কক্ষে ছিলেন। এ সময় সচিবের দফতরে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্য মো. মিজানুর রহমান তাকে বাধা দেন। পরে অতিরিক্ত সচিব কাজী জেবুন্নেসা বেগম, উপ-সচিব জাকিয়া পারভীন, সিনিয়র সহকারী সচিব শারমিন সুলতানা, সচিবের একান্ত সচিব মো. সাইফুল ইসলাম ভূঁঞা, সিনিয়র সহকারী সচিব মোসাদ্দেক মেহদী ইমাম, অফিস সহায়ক মো. মাহফুজুল ইসলাম, সোহরাব হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে আসেন এবং অতিরিক্ত সচিব কাজী জেবুন্নেসা বেগম তল্লাশি করে তার কাছ থেকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ এবং ডকুমেন্টসের ছবি সম্বলিত মোবাইল উদ্ধার করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ডকুমেন্টগুলো তিনি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় সচিবালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে শাহবাগ থানার নারী পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে তাকে জিম্মায় নেন।

মন্ত্রণালয়ের লিখিত অভিযোগে আরো বলা হয়, সম্প্রতি করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনের জন্য চীন, রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি সই হয়। যেসব বিষয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এসব বিষয় যদি জনসম্মুখে চলে আসে তাহলে ওইসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নষ্টের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব লোকমান হোসেন মিয়ার একান্ত সচিব (পিএস) মো. সাইফুল ইসলাম ভূঞার (সিনিয়র সহকারী সচিব) কক্ষে থাকা 'রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নথি থেকে কাগজ সরানোর' অভিযোগে সাংবাদিক রোজিনাকে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। তারপর রাত সাড়ে ৮টার দিকে ওই কক্ষ থেকে রোজিনাকে নিয়ে যায় শাহবাগ থানা পুলিশ।

সংবিধানে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অবকাশ খতিয়ে দেখছে তৃণমূল

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.) : রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সঙ্ঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সংবিধানে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অবকাশ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্ব। বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনা অথবা 'ইমপিচমেন্ট' এই দুই পথ খতিয়ে দেখছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই রাজ্যপালের আনুষ্ঠানিক নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র দিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু সেই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকারও করা হয়নি বলে তৃণমূলের দাবি। ফলে এবার বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে শুরু করেছে তারা। প্রথম বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে 'সাবস্টেনটিভ মোশন' বা প্রস্তাব আনার কথা। ওই প্রস্তাবটি লোকসভা বা রাজ্যসভায় যে কোনও সাংসদ আনতে পারেন। প্রস্তাব গৃহীত হলে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে সংসদে আলোচনা হবে। এই প্রস্তাবের উল্লেখ রয়েছে রাজ্যসভা ও লোকসভার বিধিতে। এমনই জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা উপ দলনেতা সুখেন্দুশেখর রায়।

দ্বিতীয় যে বিকল্পের কথা ভাবা হয়েছে, সেটি হল রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সংসদে 'ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব' আনা। সেটিও কোনও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদী পদক্ষেপ' হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। তৃণমূলের শীর্ষনেতাদের দাবি, দেশের সংবিধানে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে 'ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব' আনার পরিসর রয়েছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, রাজ্যপাল যেহেতু রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান, তাই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার অধিকার সংবিধানে দেওয়া হয়নি। তাই বিকল্প পথে তাঁর বিরুদ্ধে 'ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব' আনা যেতে পারে। নিয়মানুসারে ওই প্রস্তাবও লোকসভা বা রাজ্যসভা সংসদের যে কোনও কক্ষেই আনা যেতে পারে। অতীতে রাজ্যপালের কার্যকলাপ নিয়ে ক্ষোভ চেপে রাখেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাজ্যপালের সম্মতিক্রমে রাজ্যের নবনির্বাচিত মন্ত্রী-বিধায়করা যখন জেল হেফাজতে, এবার আর রাখঢাক রাখতে চাইছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাইছেন শেষ দেখে ছাড়তে। সূত্রের খবর, বিধানসভায় রাজ্যপালের অপসারণের দাবিতে পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে, এমন কথাও নাকি ভাবছে শাসক দল। জগদীপ ধনকর বনাম রাজ্যের সংঘাত আনকোড়া নয়। ভোটের অনেক আগে থেকেই তৃণমূল অভিযোগ করে আসছে তিনি রাজ্যের ব্যাপারে নাক গলান। যাবতীয় সাংবিধানিক নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি প্রকাশ্যে রাজ্যের বিরোধিতা করেন। রাজ্যপালের ''অতিসক্রিয়তাকে'' সামনে রেখেই গত ৩১ ডিসেম্বর ১৫৬ ধারার ১ নং উপধারাকে সামনে রেখে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর অপসারণ চেয়ে আবেদনও করা হয়েছিলন

রাজ্যপালের ক্ষমতা কতটা সীমিত তা বোঝাতে, ১৯৭৩ সালের ২৩ অগস্ট শামসের সিংহ বনাম পঞ্জাব সরকারের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ও পড়ে শোনান তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। কিন্তু এবার প্রেক্ষিত ভিন্ন। আগে আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল, এবার আঁচড় লেগেছে সরাসরি। ফলে সরকার হোক বা শাসকদল, তেড়েফুঁড়েই নামছে। অনেকেই বলছেন রাজ্য বনাম রাজ্যপাল সংঘাত, এভাবে রাজ্যপালকে বয়কট করার ডাক বেনজির। কিন্তু এমনটা মেনে নিলে সত্যের অপলাপই হবে। বাংলা যেমন সৈয়দ নুরুল হাসান ও গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর মত রাজ্যপাল পেয়েছে, তেমনই এসেছেন বহু রাজ্যপাল যাদের সঙ্গে রাজ্যের তথা শাসকদলের সম্পর্ক তিক্ত তিক্ততর হয়েছে।

১৯৬৭ সালে রাজ্যপাল ধর্মবীরের সঙ্গে তুমুল সংঘাত বেঁধেছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের। ধর্মবীর অজয় মুখোপাধ্যায়কে তিনদিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে বলে চিঠি দেন। অজয় মুখোপাধ্যায় জবাব দেন, যা হওয়ার তা পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী বিধানসভাতেই হবে। চিঠি পেয়ে ধর্মবীর মন্ত্রিসভা বরখাস্তের সুপারিশ পাঠালেন কেন্দ্রে। বিবাদ উঠল চরমে। সিপিএম-এর প্রয়াত প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত বাংলার আর এক প্রাক্তন রাজ্যপাল বি ডি পাণ্ডের নামই দিয়েছিলেন বাংলা দমন পাণ্ডে।

তবে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ হয়েছিল প্রাক্তন রাজ্যপাল এপি শর্মার মেয়াদে। ১৯৮৪ সালে এ পি শর্মা বাম-সরকার মনোনীত প্রার্থী রমেন পোদ্দারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অনুমোদন না দিয়ে সন্তোষ ভট্টাচার্যের নাম বাছাই করে। শিক্ষাক্ষেত্রে অনিল বিশ্বাসের জমানা অর্থাৎ 'অনিলায়ন' তখনও শুরু হয়নি। তবে শিক্ষাঙ্গনে শাসক ঘনিষ্ঠদের বসানোর কাজ তখন শুরু করছে বামেরা। কাজেই মার্কসীয়দের পছন্দ ছিলেন দলঘনিষ্ঠ রমেন পোদ্দার। অন্য দিকে কংগ্রেস-জনতা পার্টির পছন্দ ছিল সন্তোষ ভট্টাচার্য।

ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড-আক্রান্ত আরও দুজনের মৃত্যু

হাফলং (অসম), ২০ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় কোভিডে আক্রান্ত হয়ে আরও দুজনের মৃত্যু ঘটেছে। হাফলং শহরের দুই বাসিন্দা কান্ত দাস এবং সঞ্জীব কুমার বর্মণ (৫৭)-এর মৃত্যু ঘটেছে আজ বৃহস্পতিবার। কান্ত দাসের মৃত্যু হয়েছে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং সঞ্জীব কুমার বর্মণের মৃত্যু ঘটেছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে। পূর্ত দফতরের কর্মচারী কান্ত দাস সম্প্রতি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে হাফলং সরকারি হাসপাতালে ভরতি হওয়ার পর গত ২ মে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় কান্ত দাসের কোভিড রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর শারীরিক অবস্থার আবার অবনতি হলে তাঁকে পুনরায় আইসিইউয়ে রাখা হয়েছিল। তবে আজ সকালে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

অন্যদিকে সঞ্জীব কুমার বর্মণ নামের কোভিড আক্রান্ত রোগীরও আজ বৃহস্পতিবার হাফলং সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। এ-নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে পাঁচ। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় ভয়াবহ হারে বৃদ্ধি হচ্ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় ডিমা হাসাওয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬৩ জন। এর মধ্যে বুধবার আক্রান্ত হয়েছিলেন ৮২ জন এবং আজ বৃহস্পতিবার আক্রান্ত হয়েছেন ৮১ জন। এছাড়া করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন ৩০৭ জন। বর্তমানে জেলায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ৩৮৮-। এর মধ্যে ৪৪ জনের চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে, হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৩২৮ জন রোগী। হাফলঙের পার্শবর্তী আপার সংপিজাং গ্রামকে আজ কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। বুধবার আপার সংপিজাং গ্রামের মোট ২৩ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এর পরই ওই গ্রামকে সম্পূর্ণ কন্টেইনমেন্ট জোন করা হয়েছে

ফিরহাদের মেয়েকে সাহস জোগালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.) : ''ভয় কী? আমি তো আছি, তোমার বাবা জামিন পেয়ে যাবেন। ''নারদকাণ্ডে অভিযুক্ত ও বন্দি, রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মেজ মেয়ে সব্বাকে বৃহস্পতিবার এই ভাষাতেই সাহস জোগালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যান ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে ফিরহাদ-কন্যার সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ফোন করেন ফিরহাদ হাকিমের স্ত্রীকেও। মন্ত্রীর স্ত্রী সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না। স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়েছিলেন তিনি। নবান্ন থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎই চেতলায় পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বাড়ি যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেজো মেয়ে সব্বা হাকিমকে এভাবেই আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক পরিবারের গুরুজন হিসেবেই সব্বাকে সাহস জোগান মমতা। বলেন, ''এটা পলিটিকাল ফাইট, একদম ভয় পাবেনা। আমি তো আছি। মনে জোর রেখো।'' এদিন দুপুরেই নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিহিংসা। যার কোনও সীমা নেই।'' এই মহামারী পরিস্থিতিতে কলকাতার ''ক্যাপ্টেন'' ববি হাকিমের প্রশংসাও করেছেন মমতা। বলেন, ''কোভিশিল্ড যখন বাংলায় এল তখন ববি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রায়াল দিয়েছিল। তাঁকে, সুব্রতদাকে আজকে আটকে রাখা হয়েছে। অনেকটা সময় কেটে গেল ববি সুব্রতদারা কাজ করতে পারছেন না।'' এর পরই সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে ববি হাকিমের বাড়ি যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা। প্রেসিডেন্সি জেলে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ববি-জায়া। সূত্রের খবর, তাঁকেও ফোন করে অভয়বার্তা দেন তৃণমূলনেত্রী।

কুপওয়ারাতে ধৃত দুই জঙ্গি মদতদাতা উদ্ধার ৬টি তাজা গ্রেনেড

শ্রীনগর, ২০ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা সন্দেহে দু''জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারার প্রধান মার্কেট থেকে দু''জন জঙ্গি মদতদাতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৬টি তাজা গ্রেনেড। ওই দু''জনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধৃত দু''জন সম্পর্কে ভাই। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার মেইন মার্কেটের চেকপয়েন্টে ওই দু''জনকে পাকড়াও করা হয়। তাঁদের তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ৬টি তাজা গ্রেনেড। ধৃতদের নাম-জাহাঙ্গির আহমেদ হাজাম (২৪) এবং আব্দুল হামিদ হাজাম (৩২)।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

বর্তমানে কর্মহীন বাঙালি অভিনেত্রী সুমনা, লড়ছেন জটিল রোগের সঙ্গে

সুমনা চক্রবর্তী। ২০১৪ সাল থেকে কপিল শর্মার অনুষ্ঠানে চেনা মুখ তিনি। কখনও মঞ্জু, কখনও সরলা বা ভুরি সেজে হাসির রোল তুলেছেন দর্শকদের মধ্যে। তবে প্রবাসী এই বঙ্গতনয়া এখন কর্মহীন। শুধু তাই নয়, এন্ডোমেট্রিওসিস নামে এক রোগও বাসা বেঁধেছে তাঁর শরীরে। সম্প্রতি নেটমাধ্যমে সুমনা নিজেই জানিয়েছেন এই সমস্যাগুলির কথা।

নেটমাধ্যমে শুক্রবার একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন সুমনা। তাঁর পরনে ধূসর রঙের ট্যাঙ্ক টপ। মুখে কোনও মেক আপ নেই। বিবরণীতে তিনি জানিয়েছেন, ২০১১ সালে তাঁর এন্ডোমেট্রিওসিস চতুর্থ পর্যায় পৌঁছে যায়। ১০ বছর ধরে জরায়ুর এই রোগ বয়ে চলেছেন অভিনেত্রী। ভাল খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা, এবং নিজেকে চিন্তা মুক্ত রাখার মাধ্যমে এন্ডোমেট্রিওসিসের সঙ্গে লড়ছেন তিনি। ছোটপর্দার চেনা মুখ সুমনা। ধারাবাহিক থেকে কমেডি অনুষ্ঠান, একচেটিয়া কাজ করেছেন সর্বত্র। তবে এক দশকের বেশি অভিনয় জগতে কাটিয়ে ফেলার পরেও বর্তমানে কর্মহীন তিনি।আক্ষেপ ঝরে পড়েছে অভিনেত্রীর পোস্টে। সুমনা লিখেছেন, 'আমি হয়তো কর্মহীন কিন্তু তাও নিজের এবং পরিবারের মুখে খাবার তুলে দিতে পারছি। এটাই আমার কাছে অনেক'। সুমনার এই কঠিন সময় তাঁকে সাহস জোগাচ্ছেন নেটাগরিকরা।

'মি. ইন্ডিয়া' কলকাতায়! এক মঞ্চে মিঠুন-দেব-মনামী-অনিল

ফের ধামাকা স্টার জলসার রিয়েলিটি শো 'ডান্স ডান্স জুনিয়র'-এ। বিশেষ বিচারকের আসনে এ বার 'মি. ইন্ডিয়া' ওরফে অনিল কপূর। সেই সাজে মঞ্চে পা রাখতেই তাঁকে দেখে নেচে উঠেছেন স্বয়ং দেব। সেই ছবি তিনি শেয়ারও করেছেন নেটমাধ্যমে। প্রচার ভিডিয়ো বলছে, একা দেব নাচেননি। অনিল নাচিয়ে ছেড়েছেন সেটের সবাইকে।

আর কী করেছেন অনিল? অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেছেন। ৩ বিচারকের অন্যতম মনামী ঘোষকেও অনিলের সঙ্গে নাচতে দেখা গিয়েছে। নাচের পাশাপাশি অনিল প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন 'মহাগুরু' মিঠুন চক্রবর্তীকে অনিলের কথায়, ''আমার দেখা সেরা মানুষ মিঠুন। যেমন তাঁর নাচ তেমনি তাঁর অভিনয়।'' মহাগুরু কেমন ভাবে আপ্যায়ন জানালেন তাঁকে? মঞ্চে অনিল অভিনীত ছবির গানের সঙ্গে নাচতে দেখা গিয়েছে তাঁকেও।

২২ এবং ২৩ মে রাত সাড়ে ৯টায় দেখা যাবে এই বিশেষ অনুষ্ঠান। এই ২ দিনের নাচের অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে অনিল কপূর অভিনীত গানের দৃশ্য দিয়ে। প্রতিযোগীরা প্রত্যেকে তাঁদের ১০০ শতাংশ দিয়ে মনোরঞ্জন করেছেন বলিউড অতিথির।

'ভাল কাজ করার বাধা কিন্তু বাজেটে নয়, মগজে'

এই পুরস্কার খুবই সম্মানজনক, সন্দেহ নেই। তবে পুরস্কার পাওয়ার পরে যে বিরাট কিছু পরিবর্তন হয়েছে, তা নয়। কাজকর্ম আগের মতোই চলছে। যাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে এই পুরস্কার পাওয়া, সেটা ভাবতে অবাকই লাগে। আসলে কলকাতায় অনেক সীমাবদ্ধতা, বাধাবিপত্তির মধ্যে কাজ করতে হয়। মুম্বই এবং দক্ষিণের ইন্ডাস্ট্রিতে যে বাজেটে, যে মানের কাজ হয়, তা এ শহরে ভাবা যায় না এখনও। তবে এ নিয়ে আক্ষেপ করায় বিশ্বাসী নই আমি। ভাল কাজ করার বাধা কিন্তু বাজেটে নয়, মগজে। বাজেট দিয়ে না পারি, মগজ দিয়ে মারব (হাসি)!

প্র: আপনার ইচ্ছে করে না অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে কাজ করতে?

উ: হয়তো কোনও দিন করব। হিন্দিতে 'নজরবন্দ', 'পোশম পা'-এর মতো ছবি করেছি আগে। ভাল ভাল মিউজিশিয়ানের সঙ্গে কোলাবরেট করা তো যে কোনও শিল্পীরই স্বপ্ন। সম্প্রতি রিলিজ করা 'অজীব দাস্তানস' সিরিজে বুডাপেস্ট ফিল্ম অর্কেস্ট্রাকে ব্যবহার করা হয়েছে দেখলাম। কলকাতায় বসে এ সব কাজ ভাবাই যায় না!

প্র: তার একটা কারণ কি ছবি বা সিরিজে সঙ্গীতের গুরুত্ব বাড়ছে বলে?

উ: অবশ্যই। শুধু গান নয়, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের গুরুত্বও। একটা ছবিতে ২-৩টে গান থাকলেও তা গোটা ছবির ১০-১৫ মিনিট জুড়ে থাকে। কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর পুরো ছবি জুড়েই থাকে। তবে এখানে মিউজিক ডিরেক্টর আর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরারকে আলাদা চোখে দেখা হয় এখনও।

প্র: আপনার চাকরি ছেড়ে পুরোদস্তুর মিউজিকে আসা কী ভাবে?

উ: চার বছর বয়স থেকে গানবাজনা করছি। ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিকে ভায়োলিন শিখতাম। তা ছাড়া আর সব বাদ্যযন্ত্রই নিজে শেখা। যেমন গিটার শিখেছি পিট সিগার শুনে। যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ১৮ বছর চাকরি করেছি। নব্বইয়ের দশকে অভীক মুখোপাধ্যায়ের একটা তথ্যচিত্রে কাজের সুযোগ এসেছিল। ২০০০ সাল নাগাদ অভীকই আমার কাছে একটা বিজ্ঞাপনের কাজ নিয়ে এল। ১৫ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন দেখে ওকে বলেছিলাম, সময়টা বাড়ানো যাবে না? অভীক জবাব দিয়েছিল, ১৫ সেকেন্ড তো অনেক সময়! পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপনের কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি, তার একটা আলাদাই চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেই সময় থেকেই কম্পোজ করতাম। সারাদিন অফিস করার পরে সারা রাত মিউজিক নিয়ে পড়ে থাকতাম। শেষে ২০০৩ সালে চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।

প্র: আপনার প্রথম ছবি 'ভাল থেকো'ও তো সেই সময়েই করা?

উ: হ্যাঁ। ওই ছবিটা আমাদের অনেকেরই প্রথম ছবি ছিল। পরিচালক গৌতম হালদার, বিদ্যা বালন, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, দেবশঙ্কর হালদার, আমি... সকলেরই প্রথম ছবি 'ভাল থেকো'। ভাবতে অদ্ভুত লাগে, আমার জীবনের প্রথম ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। আর ওঁর শেষ ছবি 'অভিযান'-এও মিউজিক করছি।

প্র: এই মুহূর্তে কীসের কাজে ব্যস্ত?

উ: 'অভিযান'-এর শেষ মুহূর্তের কিছু কাজ চলছে। এর পরে রয়েছে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'অতি উত্তম', যেখানে কাজটা টেকনিক্যালি চ্যালেঞ্জিং। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাবেরী অন্তর্ধান'ও রয়েছে।

প্র: এখনও পর্যন্ত করা কাজের মধ্যে নিজের সবচেয়ে পছন্দের কোনগুলি?

উ: ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরীর 'ফড়িং'-এর কথা বলতে চাই। ওঁরই শর্ট ফিল্ম 'ভালবাসার শহর'-এর মিউজিক করেও আনন্দ পেয়েছিলাম। 'নগরকীর্তন' ছিল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম কাজ। ওঁর 'জ্যেষ্ঠপুত্র'র জন্য জাতীয় পুরস্কার পেলেও আমার মতে 'নগরকীর্তন'-এর মিউজিক অনেক বেশি পরিণত। ছবির মিউজিক করতে গিয়ে আমি কীর্তনের ধারকাছ দিয়ে যাইনি। তা শুনে কৌশিক প্রথমটায় খুব অবাক হলেও প্রশংসা করেছিল। বৃহন্নলাদের দিয়ে ব্যাকআপ ভোকালস করিয়েছিলাম। 'জ্যেষ্ঠপুত্র'র চেয়েও দুঃসাহসিক কাজ 'নগরকীর্তন'।

প্র: আপনি তো সম্প্রতি নাটকেও মিউজিক করেছেন...

উ: 'চেতনা'র প্রযোজনা 'ডন: তাকে ভাল লাগে' মঞ্চে আমার করা প্রথম কাজ। ছাত্রাবস্থায় 'মারীচ সংবাদ', 'জগন্নাথ' দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। 'ডন'-এর পরে 'রানী ক্রেউসা' করলাম। আর সম্প্রতি 'মেফিস্টো'তে একটা গান আমি এগজিকিউট করে দিয়েছি মাত্র, বাকিটা সুমনের (মুখোপাধ্যায়) ভাবনা।

প্র: সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে আপনার পছন্দের শিল্পী কারা?

উ: সুনিধি চৌহানের মেধা আমাকে আশ্চর্য করেছিল। আর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের কথাই যদি বলতে হয়, তা হলে ময়ূখ ভৌমিকের কথা বলব। এই প্রজন্মের অসম্ভব গুণী একজন শিল্পী। এখন অসাধারণ প্রতিভাবান সব মিউজিশিয়ান রয়েছেন, যাঁদের অনেককেই ঠিকমতো ব্যবহার করা হয় না। এত বেশি বাজারি হয়ে গিয়েছে সব কিছু যে, তাঁরাও পপুলার মিউজিকের দিকে ঝুঁকছেন। মিউজিক এখন কমোডিটি হয়ে গিয়েছে আসলে।

সুগন্ধের মায়াজাল পারফিউমের এই পাঁচ গুণ জানলে চমকে যাবেন

সারা দিনের পরিশ্রম, ক্লান্তি, আশা-আশঙ্কা, ভয়, ভাল লাগা, খারাপ লাগা --- সমস্ত কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে মনের মতো একটু সুগন্ধ। একেক জনের একেক রকম পছন্দ। কারও গোলাপের মিষ্টি গন্ধ পছন্দ, কারও প্রথম বৃষ্টির পর মাটির সোঁদা গন্ধ ভাল লাগে। গন্ধের প্রতি ভালবাসার এই তারতম্য বিচার করেই তৈরি হয় পারফিউম যার আলতো ছোঁয়া আপনার মনকে নিমেষে হালকা করে দিতে পারে। আর কী কী করতে পারে কয়েক ফোঁটা পারফিউম?

১)সুগন্ধী অনেক রকমেরই হয়। তবে সবথেকে বেশি দাম হয় পারফিউমের। কারণ এতে এসেন্স থাকে সবচেয়ে বেশি। ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে পারফিউম। একথা প্রায় সকলেরই জানা। আর অনেকেই এই কারণে পারফিউম ব্যবহার করেন। করোনা একটু মাস্কেও দিয়ে দিতে পারেন। ভাল সুগন্ধ পাবেন।

২)গন্ধের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ সরাসরি। ''ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন'', কথাটি শুনেছেন নিশ্চয়ই। ভাল গন্ধে নিমেষে মন ভাল হয়ে যায়। মনের যাবতীয় আশঙ্কা দূর হয়। তাই অতিমারীর সময় এটি খুবই কার্যকর।

৩) পারফিউম কিন্তু আকর্ষণের অন্যতম মাধ্যম। গন্ধের মাধ্যমেই প্রাথমিকভাবে শরীরকে উত্তেজিত করা সম্ভব। তাই শারীরিক মিলনের ক্ষেত্রেও পারফিউম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনের মতো গন্ধই মুড সেট করে দিতে পারে।

৪) ঘরের পরিবেশ মনোরম করে পারফিউম। বাড়িতে থাকার সময় একটু যদি গায়ে ছড়িয়ে নেন তাহলে গোটা ঘরে সুগন্ধ ছড়িয়ে থাকবে। পরিবারের সদস্যদের তো বটেই আপনারও মন ভাল থাকবে

৫) গন্ধ মনসংযোগ বাড়াতেও সাহায্য করে। ভাল পারফিউমের গন্ধে আপনার মন শান্ত হবে। তাতে নতুন কোনও কাজে ভাল করে মন দিতে পারবেন। আর মন দিয়ে কাজ করলে সাফল্যের সম্ভাবনাও বেশি থাকে তাইনা!

মন খুশ করা ভাঙড়ার তালে জিভে জল আনা চিকেন রাড়া পাঞ্জাবি! আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এই রেস্তরাঁ

পাঞ্জাব' শুনলে আমার-আপনার সর্ষে খেত আর পাগড়ির কথাই বেশি করে মনে পড়বে। খুব বেশি হলে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির। কিন্তু ভোজনরসিকদের মনে পড়বে কতশত খাবার --- লস্যি, মক্কাই দি রোটি, সর্সো দা শাক, অমৃতসরি পরোটা, চিকেন রাড়া পাঞ্জাবি --- আরও কত কী। তবে এসবের স্বাদ পেতে মোটেই পঞ্চনদের তীরে যাওয়ার দরকার হয় না। খাস কলকাতা কিংবা যে কোনও শহরে বসেই আপনি পাঞ্জাবি ডিশের স্বাদ পেতে পারেন। কিন্তু তা কতটা খাঁটি জানেন কি? আসুন তবে, তারই হদিশ দি আপনাকে।

৪)ক্রিম না থাকলে তেলও হাতে লাগাতে পারেন। হ্যাঁ, খুব বেশি অবশ্যই নয়। কারণ তাতে গন্ধ থাকে। আবার সুগন্ধী তেলও ব্যবহার করতে পারেন। তাতে সুগন্ধও ছড়াবে এবং আপনার হাতও ভাল থাকবে। মনে রাখবেন, সুস্থ থাকাই এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিজের খেয়াল অবশ্যই রাখবেন।

উনুনে সদ্য সেঁকে আনা তন্দুর, সঙ্গে মুর্গ মালাই কাবাব, বাটার চিকেন, অমৃতসরি মাচ্চি কিংবা রাড়া গোস্ত। আহ! নাম শুনেই জিভে জল আসছে তো? বেশ তো, এসব আপনার সামনে সাজিয়ে তুলবে যশোর রোডের এক রেস্তরাঁ। নামেই যার পরিচিতি --- 'পাঞ্জাব চক'। শুধু নামেই নয়, পাঞ্জাব চক স্বাদেও সত্যিই খাঁটি একটুকরো পাঞ্জাবি রান্নাঘর যেন। তবে কাজটা মোটেই সহজ নয়। বাংলায় বসে খাঁটি পাঞ্জাবির খাবারের স্বাদেই সোজা পাঞ্জাবের মাটিতে নিয়ে চলে যাওয়া একেবারেই সহজ ছিল না। তবু নিজদের উপর আস্থা আর খাদ্যরসিক বাঙালির আকর্ষণের সকথা মাথায় রেখে সাফল্যের সঙ্গে সেই কাজটি করেছে পাঞ্জাব চক।

আমিষ এবং নিরামিষ --- দু'ধরনের খাবারের বিপুল সম্ভার এখানে। নিরামিষের মধ্যে পিন্ডিচোলি চাওল, ডালমাখানি তো বিখ্যাত। পিন্ডিচোলি চাওল আসলে গ্রামীণ পাঞ্জাবের এক রেসিপি, ঘরের মহিলাদের হাতে তৈরি। কিন্তু এতটাই সুস্বাদু যে মুখে তুলতেই আপনার মনে হবে যেন পাঞ্জাবি গ্রামের ঘরে বসেই খাওয়াদাওয়া করছেন। তাছাড়া স্টাফড পরোটাও বেশ জনপ্রিয়। আর আমিষ পদ? কত আর নাম করা যাবে? মিরচি লাচ্চা পরোটা, কিমা কালেজি মসালা, রাড়া গোস্ত। খাঁটি পাঞ্জাবি স্বাদ।

খেতে তো খুবই ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু এই করোনা কালে কীভাবে রেস্তরাঁয় গিয়ে খাবেন? তাই ভাবছেন তো? সেই ভাবনারও নিরসন করেছে পাঞ্জাব চক। স্বাস্থ্যবিধি মেনে রান্না হচ্ছে তাদের হেঁশেলে। চালু হয়েছে অনলাইনে ডেলিভারিও। সুইগি জোম্যাটো অ্যাপের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে পাঞ্জাব চক। একবার অর্ডার করলেই বাড়ির দোরগোড়ায় হাজির আপনার পছন্দের ডিশ। ফলে এখন বাড়িতে বসেই খাঁটি পাঞ্জাবি খানার স্বাদ পাবেন। খরচের কথা ভাবছেন কি? তাও একেবারে সাধ্যে মধ্যেই। মাথা পিছু মাত্র ৩০০ টাকা। এটুকু রেস্ত খসালেই যা খুশি খেতে পারেন। তবু ঠিকানাটাও জেনে রাখুন। ২৮, যশোর রোড, দমদম। সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা রেস্তরাঁ।

নীলাঞ্জনের গালে চুমু এঁকে দিলেন ইমন, জানালেন ভালবাসার কথা

ভালবাসায় থাকতে ভালবাসেন ইমন চক্রবর্তী। স্বামী নীলাঞ্জন ঘোষকে আঁকড়ে ধরে থাকার মধ্যেই যেন স্বস্তি খুঁজে পান তিনি। ইমনের সাম্প্রতিকতম ইনস্টাগ্রামে পোস্ট যেন আরও একবার প্রমাণ করল সে কথাই।

একটি ছবি পোস্ট করেছেন ইমন। দেখা যাচ্ছে, নীলাঞ্জনের গালে চুমু এঁকে দিচ্ছেন গায়িকা। নীলাঞ্জনের হাত ছুঁয়ে রয়েছে ইমনের কাঁধ। অন্য হাতে একটি তারের বাদ্যযন্ত্র। স্বামী-স্ত্রী, দু'জনেরই চোখ ঢাকা রোদ চশমায়। ছবিটি বিবরণীতে ইমন লিখেছেন, 'আমি তোমাকে ভালবাসি'।

ইমন-নীলাঞ্জনের এমন ভালবাসার মুহূর্ত মাঝেমধ্যেই ভেসে ওঠে নেটমাধ্যমে। গত পয়লা বৈশাখেও এঁকে অপরকে আলিঙ্গন করার মুহূর্ত ইনস্টাগ্রামে ভাগ করে নিয়েছিলেন তাঁরা। অনুরাগীরাও ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের 'নীলামন'-কে। গত ২ ফেব্রুয়ারি ঘটা করে বিয়ে সারেন ইমন এবং নীলাঞ্জন। খাতায় কলমে যদিও গত বছর পুজোর সময়ই কর্তা-গিন্নি হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা।

কতটা সঠিক ভাবে মানা হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি? সংগঠনের সভাপতির দাবি, কলাকুশলীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে হলে কড়াভাবে মানতে হবে কোভিড সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি। অবহেলা চলবে না। এ কথাই তিনি এবং তাঁর দল বুঝিয়ে বলেছেন সবাইকে। পাশাপাশি, সেটে খাবারের দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কথা বলেন তিনি। ধাতুর পাত্রের বদলে শালপাতার থালায় খেতে দেওয়ার পরামর্শ দেন। স্বরূপের মতে, এতে সংক্রমণ কম ছড়াবে।

এ ছাড়াও বাড়তি ২টো নতুন নিয়ম চালু করেছে ফেডারেশন। টিকাকরণ এবং র‌্যাপিড টেস্টের ব্যবস্থা চালু হয়েছে সমস্ত স্টুডিয়োয়। ফেডারেশনের শেয়ার করা ভিডিয়ো বলছে, ৫ দিন ধরে বিনামূল্যে বিভিন্ন স্টুডিয়োয় র‌্যাপিড টেস্ট চলছে। ইতিমধ্যেই এই টেস্ট হয়েছে কলকাতা মুভিটোন, সিনহা রায় স্টুডিয়ো, কালার ফিউশন স্টুডিয়ো, চিত্রায়ণ ফিল্ম স্টুডিয়ো সহ একাধিক স্টুডিয়োর অভিনেতা-কলাকুশলীদের ওপর।

যে কোনও দিন আগুন জ্বলে যেতে পারে এখানে, দাবি বালির তৃণমূল বিধায়কের

বালি, ২০ মে (হি. স.) : "প্রতিষেধকের চাহিদার তুলনায় নগণ্য জোগানে যে কোনও দিন আগুন জ্বলে যেতে পারে এখানে।" বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করেন বালির নব নির্বাচিত তৃণমূল বিধায়ক চিকিৎসক রাণা চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, বুধবার থেকে প্রতিষেধক নিতে বালি হাসপাতালে আসা অনেকে টিকা নিতে পারেননি। এ নিয়ে তুমুল অশান্তি হয়।

রাণাবাবু বলেন, "চাহিদার তুলনায় জোগান এতটাই কম যে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন।" মঙ্গলবার থেকে বালির তিনটি আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার কেদারনাথ হাসপাতাল, রঙ্গোলি ও কুমোরপাড়া এলাকার সেন্টারে জোগান না থাকায় টিকা দেওয়ার কাজ বন্ধ রয়েছে। ফলে বেলুড় হাসপাতালে বাড়তি চাপ পড়ছে।

বিধায়ক জানিয়েছেন, "ওই হাসপাতালে কোভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। ফলে দূরের এলাকা থেকেও মানুষজন আসছেন। শুক্রবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসে বাড়তি প্রতিষেধক র জন্য সিএমওএইচকে আবেদন জানাব। এই সমস্যার সমাধান চাই। না হলে সমস্যা ভয়াবহ রূপ নেবে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সংক্রমণ কমে ৩,২৩১, দিল্লিতে ২৩৩ বেড়ে কোভিডে মৃত্যু ২২,৫৭৯ জনের

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনার সংক্রমণ কমেই চলেছে। দিল্লিতে আরও নিম্নমুখী দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, একইসঙ্গে শেষ ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২৩৩ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩,২৩১ জন, এই সময়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২৩৩ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ০৯ হাজার ৯৫০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২২ হাজার ৫৭৯ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৫৭ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৭,৮৩১ জন। বৃহস্পতিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার ২১৪ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট ৫.৫০ শতাংশ।

গ্রামীণ মানুষদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার উচিত যোগী সরকারের : মায়াবতী

লখনউ, ২০ মে (হি.স.): শুধুমাত্র ঘোষণা নয়, গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনকে সক্রিয়ভাবে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সাহায্য করতে হবে উত্তর প্রদেশ সরকারকে। বৃহস্পতিবার যোগী আদিত্যনাথ সরকারের কাছে এই অনুরোধ রাখলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতী। একইসঙ্গে দেশে করোনায় মৃত্যু নিয়েও চিন্তা প্রকাশ করেছেন মায়াবতী। হিন্দিতে টুইট করে বৃহস্পতিবার মায়াবতী লিখেছেন, 'উত্তর প্রদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে, দ্রুততার সঙ্গে মানুষজনকে সংক্রমিত করছে করোনা এবং তাঁদের কোভিডে মৃত্যু হচ্ছে। এই সমস্ত দরিদ্র মানুষদের সমস্ত ধরনের সহায়তার জন্য ঘোষণার উর্ধ্বে উঠে সক্রিয় হওয়া উচিত সরকারের।' দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ গত কয়েকদিন ধরে কমছে, কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ বিষয়ে চিন্তিত মায়াবতী জানিয়েছেন, 'কারণ যাইহোক, পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সর্বস্তরে সৎ প্রচেষ্টা এই মুহূর্তে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।'

"গঙ্গাকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা হয়েছে", কেন্দ্রকে একহাত মমতার

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.): করোনা আতঙ্কে জর্জরিত দেশবাসীকে রাজ্যবাসী। এই পরিস্থিতিতেদেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ১০ রাজ্যের মোট ৫৪ জন জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বৈঠকের তালিকায় ছিলেন বাংলার ৯ জেলার জেলাশাসক, মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব। সেই বৈঠকে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। "গঙ্গাকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা হয়েছে" বিজেপিকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে বিহার, উত্তরপ্রদেশ গঙ্গায় করোনায় মৃতের দেহ ভাসানো নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছে। দেশটাকে বিষাক্ত করে ছাড়ছে। নদীতে একের পর এক দেহ ভাসছে।যে গঙ্গা পবিত্র সেখানকার জলে হাত দিতে মানুষ ভয় পাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে কেনও কেন্দ্রীয় টিম গেল না নদীতে দেহের তদন্ত করতে। ওটা বিজেপির রাজ্য বলে !"
হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল / কাকলি

"ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হলে যে ওষুধ দেওয়া হবে তা পাওয়া যাচ্ছে না" চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.): করোনা কাঁটায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে রাজ্যবাসী তথা শহরবাসীর। প্রতিনিয়ত দেশ তথা রাজ্য জুড়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। একই করোনা তার ওপর আরও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস।এই পরিস্থিতিতে কিভাবে করোনা মোকাবিলা সম্ভব রাজ্য গুলির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বৈঠকে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে "ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হলে যে ওষুধ দেওয়া হবে তা পাওয়া যাচ্ছে না" চিন্তা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ১০ রাজ্যের মোট ৫৪ জন জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বৈঠকের তালিকায় ছিলেন বাংলার ৯ জেলার জেলাশাসক, মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব। সেই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কোথা থেকে একটা ব্ল্যাক ফাঙ্গাস এসেছে। ইতিমধ্যে রাজস্থান একে মহামারী ঘোষণা করেছে। আমাদের রাজ্যে চারজনের দেহে এই রোগের হদিশ মিলেছে। এগুলো নিয়ে কথা বলার দরকার ছিল। ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হলে যে ওষুধ দেওয়া হবে তা পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলি কেন্দ্রের ভান্ডারে থাকে। কেন্দ্রের এই ভূমিকা কোভিড পরিস্থিতিতে আরও সংকট তৈরি করছে"।
হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

দিল্লিতে ইএসআই হাসপাতালে আগুন, সুরক্ষিত সমস্ত রোগী

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.): ফের আগুন-আতঙ্ক রাজধানী দিল্লিতে। এবার আগুন লাগল দিল্লির পঞ্জাবি বাগ এলাকায় অবস্থিত ইএসআই হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ইএসআই হাসপাতালে আগুন লাগে। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় দমকলে, আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট সাতটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন।

দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুর ১.১৬ মিনিট নাগাদ ফোন করে জানানো হয়, পশ্চিম দিল্লির পঞ্জাবি বাগ এলাকায় অবস্থিত ইএসআই হাসপাতালে আগুন লেগেছে। তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। যেখানে আগুন লেগেছিল, সেখানে করোনা-আক্রান্ত কোনও রোগী ছিল না। আগুন লাগার পর হাসপাতালের বাইরের অংশ ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। হাপাতালে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা।

বৃহস্পতিবার রাজধানী শহরের বাজারে রসালো আম এসে গেল। ছবি- নিজস্ব।

বরপেটার এফএএ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৫ বেডের কোভিড আইসিইউ নির্মাণ হবে : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

বরপেটা (অসম), ২০ মে (হি.স.) : বরপেটা জেলার সাম্প্রতিক কোভিড পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (এফএএএমসিএইচ) পরিদর্শন করেন। হাসপাতাল পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, বরপেটায় রাজ্য সরকার শীঘ্রই পঞ্চাশটি অক্সিজেন কনসেন্টেটর প্রদান করার সাথে ১৫ শয্যার কোভিড আইসিইউ স্থাপন করা হবে।

হাসপাতাল পরিদর্শন করে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, এই ১৫টি বিছানা যুক্ত কোভিড কেয়ার আইসিইউর সাথে ৫০টি অক্সিজেন কনসেন্টেটর জেলার গুরুতর ভাবে অসুস্থ কোভিড রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করতে যথেষ্ট সহায়তা করবে। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম আধিকারিকদের সঙ্গে বরপেটা জেলার কোভিড পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যদিও এই জেলায় কোভিড সংক্রমণের হার উদ্বেগজনক নয়, তবে মৃত্যুর হার যথেষ্ট চিন্তার কারণ। সেজন্য তিনি জেলা প্রশাসনকে জনগণের কোভিড স্থিতি নিশ্চিত করতে আরও বেশি করে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করতে নির্দেশ দেন। এর সাথে তিনি হোম কোয়ারেন্টাইন বেছে নেওয়া ও আর্থিকভাবে দুর্বল কোভিড পজিটিভ রোগীদের অক্সিমিটার প্রয়োগ করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ৫০ বছরের উর্ধ্বে কোভিড পজিটিভ রোগীর জন্য হোম কোয়ারেন্টাইন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মেডিক্যালের অধ্যক্ষকে সমস্ত চিকিৎসরা যাতে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করেন সে ব্যাপারে নজর রাখতে নির্দেশ দেন। এতে রোগীদের সবসময় উন্নত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা যাবে। এছাড়া সমস্ত বরিষ্ঠ চিকিৎসকদের কোভিড ওয়ার্ডে ডিউটি করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে অক্সিজেন উপলব্ধতা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, যদিও বর্তমানে এই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অক্সিজেনের কোনও অভাব হয়নি, তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে অতিরিক্ত অক্সিজেন মজুত করে রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যদি এই জেলায় ১৫ দিনের মধ্যে সরকারের জারিকৃত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জনগণ সতর্কভাবে পালন করেন, তা-হলে রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হবে। সেজন্য তিনি জেলা প্রশাসন, জেলার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্য আধিকারিকদের নিজের নিজের কর্তব্য পালন করে রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য সরকারকে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম অধিকর্তাকে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার পাশাপাশি কোভিড রোগীর বর্ধিত সংখ্যার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বরপেটা জেলার প্রত্যেকটি অঞ্চল সফর করতে নির্দেশ দেন। তিনি জেলাশাসককে রাতে নিয়মিত হাসপাতালগুলিতে গিয়ে কোভিড ওয়ার্ডে বরিষ্ঠ চিকিৎসকরা আছেন কিনা, এবং কোভিড রোগীদের চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেও নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বরপেটা, সরভোগ, চেঙ্গা, সরুক্ষেত্রী, জনিয়া ইত্যাদি বিধানসভা এলাকার বিধায়ক এবং জেলার অন্যান্য আধিকারিকবর্গ।

বিধানসভায় ফের বিরোধী দলপতি পদে দেবব্রত শইকিয়া, উপ মুখ্যসচেতক কমলাক্ষ

গুয়াহাটি, ২০ মে (হি.স.) : অসম বিধানসভায় এবারও দেবব্রত শইকিয়াকে বিরোধী দলপতি হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে। ঘোষণা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা। দেবব্রত শইকিয়া নাজিরার বিধায়ক। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা এছাড়া আরও কয়েকজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন। বিরোধী উপ-দলপতি পদে বহাল রয়েছেন সামাগুড়ির বিধায়ক রকিবুল হুসেন। তাছাড়া কংগ্রেসের বিধায়িনী দলের মুখ্য সচেতক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে শালমারার বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরীকে। উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে নিয়োগ করা হয়েছে উপ মুখ্য সচেতক হিসেবে। কংগ্রেসের বিধায়িনী দলের সচিব হিসেবে মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবে বিধানসভায় দলের মুখপাত্র করা হয়েছে থাওরার বিধায়ক সুশান্ত বরগোঁহাইকে এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ছয়গাঁওয়ের বিধায়ক রেকিবউদ্দিন আহমেদকে।

পাথারকান্দিতে বিবদমান দুই গোষ্ঠীর মারপিট গুয়াহাটির হাসপাতালে মৃত্যু আহত ব্যক্তির

পাথারকান্দি (অসম), ২০ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার নারাইণপুর গ্রামের এক খোলা মাঠে গরু চরানোকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মারপিটে গুরুতর আহত হয়েছিলেন ফজির উদ্দিন নামের বছর ৬০-এর জনৈক ব্যক্তি। আহত ফজির উদ্দিন প্রথমে পাথারকান্দি, পরে যথাক্রমে মাকুন্দা, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং শেষে গুয়াহাটির জিএনআরসি-তে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল। প্রায় নয় দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গুয়াহাটিতেই মৃত্যুবরণ করেন ফজির উদ্দিন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আজ বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে নারাইণপুর গ্রামে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে মৃতের কনিষ্ঠ পুত্র আমিনুল হক পাথারকান্দি থানায় একটি লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন। থানায় প্রদত্ত এজাহারে আমিনুল হক লিখেছেন, চলতি মাসের ১০ তারিখ বিকেলে স্থানীয় ১০৩৭ নম্বর জনতা এলপি স্কুলের সামনে একই গ্রামের বাসিন্দা ফখরুল ইসলামের একটি গরু রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় চরছিল। ঠিক সে সময় এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এক বাইক আরোহী দুর্ঘটনার কবলে পড়ার উপক্রম হলে সেখানে উপস্থিত জিনুল হুসেন ফখরুল ইসলামদের গরুটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। এতে ফখরুল ইসলাম ক্ষেপে গিয়ে জিনুলের সঙ্গে বচসা বাঁধিয়ে দেন। এক সময় বচসা চরমে উঠে। পরে অভিযুক্ত ফখরুল ইসলাম এবং তার দুই পুত্র সাইনুল ইসলাম ও কমরুল ইসলাম জিনুল হুসেনকে ব্যাপক মারধর করে। এদিকে ফখরুলদের বেধম প্রহারের হাত থেকে ছেলে জিনুলকে রক্ষা করতে এসে আক্রান্ত হন বছর ৬০-এর ফজির উদ্দিনও। পরে স্থানীয়রা আহতদের প্রথমে পাথারকান্দি হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে বাজারিছড়ার মাকুন্দা হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করেন। মাকুন্দা থেকে উভয়কে রেফার করা হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু ফজির উদ্দিনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে দুদিন পর উন্নত চিকিৎসার জন্যজ গুয়াহাটির জিএমসিতে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সেখানেও চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে গতকাল বুধবার বিকেলের দিকে নয় দিনের মাথায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ফজির উদ্দিন। আজ ফজির উদ্দিনের মৃতদেহ গুয়াহাটি থেকে পাথারকান্দি থানায় নিয়ে আসলে পুলিশ তার মৃতদেহের ময়না তদন্ত সেরে বিকেলে পরিবারের হাতে সমঝে দিয়েছে। ঘটনাৰ পরিপ্রেক্ষিতে পাথারকান্দি থানার ওসি ইনস্পেক্টর সঞ্জীব তেরন জানান, নিহতের ছেলে আমিনুল হক কর্তৃক দায়েরকৃত এফআইআরের ভিত্তিতে একটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে। শীঘ্রই ধরা পড়বে অভিযুক্তরা।

মে মাসের শেষে বাংলার বুকে ধেয়ে আসতে পারে যশ, উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : মে মাসের শেষে বাংলার বুকে তাণ্ডব চালাতে পারে ঘূর্ণিঝড় যশ। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা যে তৈরি হয়েছে, সে কথা জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এবং দুর্যোগের সম্ভাব্য অভিমুখ হতে চলেছে বাংলা-ওড়িশা উপকূল। আর তার জেরেই উদ্বিগ্ন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৌসম ভবন জানিয়েছে, ২২ মে আন্দামান সাগর লাগোয়া পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘন্টায় সেটি শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ২৫ মে সন্ধ্যায় বৃষ্টিপাত শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গে। পরে বৃষ্টির দাপট বাড়বে। ঝড়ের গতি কেমন হতে পারে, তা আরও একটু সময় গেলে স্পষ্ট হবে, এমনটাই আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় যশের ভূমিস্পর্শ বা ল্যান্ডফল ঠিক কোথায় হবে তা এখনই বলতে পারছে না মৌসম ভবন। তবে সম্ভাব্য এলাকা হিসাবে ওড়িশার গোপালপুর থেকে পারাদ্বীপ এবং বাংলার দিঘা থেকে সুন্দরবন এলাকাকেই প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য শেষ মুহূর্তে তা দিক বদলে বাংলাদেশের দিকেও চলে যেতে পারে। তবে সে সম্ভাবনা কম। বরঞ্চ ওড়িশা বা বাংলায় এই ঘূর্ণীঝড় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর সেই কারনেই রাজ্য সরকার এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঠেকাতে উঠে পড়ে লেগেছে। ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে নবান্ন। ইতিমধ্যেই বুধবার নবান্নে এক জরুরি বৈঠকও সেরে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছরের আমফান অভিজ্ঞতার পর প্রশাসন কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ। সেই জন্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর-সহ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দফতরের কর্মীদের ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। সমুদ্রে যে সব মৎস্যজীবি গিয়েছেন মাছ ধরতে তাঁরা যেন রবিবারে মধ্যে স্থলে ফিরে আসেন। কেননা রবিবার থেকেই উত্তাল হতে শুরু করবে সাগর। তার আগেই মৎস্যজীবিরা স্থলভূমিতে ফিরে এলে প্রাণহাণীর ঘটনা ঠেকানো যাবে। শনিবার থেকেই মৎস্যজীবিদের সাগরে যেতে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় থাকা সবকটি সাইক্লোন সেন্টারকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত সব অফিসার ও কর্মীদের ছুটি বাতিল করে তাঁদের যে কোনও মুহূর্তে উদ্ধার ও ত্রাণ বন্টনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। জেলাশাসকদের বলে দেওয়া হয়েছে শুকনো খাবার, প্যাকেটবন্দী জল, ত্রিপলের মতো ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে রাখতে।

বাংলাদেশের প্রথিতযশা সাংবাদিক রোজিনার সঙ্গে যা ঘটেছে খুবই দুঃখজনক: ড় এ কে আব্দুল মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২০।। বাংলাদেশের প্রথিতযশা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা খুবই দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, এ নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে আলোচনা হচ্ছে, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সাংবাদিকদের করা এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে, সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ান রাষ্ট্রদূত লি জেন-কিউন সাক্ষাৎ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের সঙ্গে যা ঘটেছে তা খুবই দুঃখজনক। বাংলাদেশ সরকারের কিছু লুকানোর নেই। পেশাগত দায়িত্বে বাধা আর রোজিনা ইসলামকে হেনস্তার খবর দুঃখজনক। তিনি আরো বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গুটিকয়েক মানুষের জন্য বাংলাদেশের বদনাম হচ্ছে। গুটিকয়েক লোকের জন্য সরকারের অর্জন নিয়ে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয় এবং বদনাম হয়।

কোভিডে প্রয়াত জগন্নাথ পাহাড়িয়া, মোদী-গেহলট শোকস্তব্ধ

জয়পুর, ২০ মে (হি.স.): কোভিড মহামারী কেড়ে নিল আরও এক বিশিষ্ট রাজনীতিকের প্রাণ। প্রয়াত হলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জগন্নাথ পাহাড়িয়া। ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জগন্নাথ পাহাড়িয়া, তিনি হরিয়ানা ও বিহারের রাজ্যপালও ছিলেন, ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। বুধবার ৮৯ বছরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বিশিষ্ট রাজনীতিক জগন্নাথ পাহাড়িয়া। কোভিড-১৯ সংক্রমিত ছিলেন তিনি।

জগন্নাথ পাহাড়িয়ার প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকে বিহ্বল রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে শোক-বার্তায় জানিয়েছেন, 'রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ পাহাড়িয়া জির প্রয়াণে ব্যথিত। দীর্ঘ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনে সমাজকে ক্ষমতায়িত করার জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন তিনি। পরিবার ও অনুরাগীদের সমবেদনা জানাই।' রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট শোক-বার্তায় টুইট করে জানিয়েছেন, 'জগন্নাথ পাহাড়িয়ার প্রয়াণে আমি বিস্মিত। রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও দেশের সেবা করেছিলেন তিনি। দেশের প্রবীণ নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি।' অপর একটি টুইট গেহলট জানিয়েছেন, 'জগন্নাথজির প্রয়াণে একদিনের শোক পালন করা হবে রাজস্থানে এবং জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকবে সমস্ত সরকারি দফতর।'

ভারী বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী, জলের নীচে দিল্লির বিভিন্ন রাস্তা

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.): পূর্বাভাস ছিলই, সেই মতো বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। বৃষ্টি এতটাই হয়েছে যে, জলের নীচে চলে যায় দিল্লির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। ঘূর্ণিঝড় "তকত" ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৌজন্যে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে রেকর্ড পরিমানে বৃষ্টি হয়েছে দিল্লিতে। সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত দিল্লিতে বৃষ্টির পরিমান ১১৯.৩ মিলিমিটার, দিল্লিতে এই পরিমানে বৃষ্টি মে মাসে এই প্রথম।

বৃহস্পতিবার সকালের ভারী বৃষ্টিতে দিল্লির ধৌলা কুয়া এলাকায় জল জমে যায়, জলমগ্ন হয়ে পড়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। ফলে জবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক পূর্বাভাস কেন্দ্রের প্রধান কুলদীপ শ্রীবাস্তব বলেছেন, 'বুধবার সকাল ৮.৩০ মিনিট থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত ১১৯.৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে দিল্লিতে, মে মাসের জন্য যা নতুন রেকর্ড। বৃষ্টির সৌজন্যে বৃহস্পতিবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.৩ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৭ ডিগ্রি কম।

৩২.২৩-কোটির উর্ধ্বে করোনা-পরীক্ষা, সুস্থতা ৮৬.৭৪ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.): ভারতে ৩২.২৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ মে সারা দিনে ভারতে ২০,৫৫,০১০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩২,২৩, ৫৬,১৮৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২০,৫৫,০১০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ০৭০ জন।

ভারতে লাগাতার কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৯৬,৮৪১। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩, ৬৯,০৭৭ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,৮৭,১২২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৮৭৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,২৩,৫৫, ৪৪০ জন (৮৬.৭৪ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৩১,২৯,৮৭৮ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১২.১৪ শতাংশ)।

আশঙ্কার কারণ নেই, স্থিতিশীল রয়েছেন বুদ্ধদেবের স্ত্রী মীরা

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.): চিন্তার কোনও কারণ নেই, স্থিতিশীল রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার হাসপাতাল সূত্রে খবর, মীরাদেবীর অক্সিজেন স্যাচুরেশন রয়েছে ৯৮ শতাংশ। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে, তাতে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।

শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে গত মঙ্গলবার রাত এগারোটা নাগাদ হাসপাতালে ভর্তি হন মীরা। শ্বাসকষ্ট, জ্বর ও মাথাব্যথার কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসক কৌশিক চক্রবর্তী ও ধ্রুব ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে মীরাদেবীর। মঙ্গলবার রাতেই করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে তাঁর। তারপর থেকে হাসপাতালেই চিকিৎসা চলছে। ভালো আছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও, করোনা-সংক্রমিত বুদ্ধদেবের চিকিৎসা চলছে বাড়িতেই।

বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল বাড়ির ছাদ, উত্তর প্রদেশে মা ও তিন সন্তানের মৃত্যু

শাহজাহানপুর, ২০ মে (হি.স.): বিগত ৩৬ ঘন্টা ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি চলছিল, অবিরাম বৃষ্টিই কাল হল! উত্তর প্রদেশের শামলি জেলায় বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৪ জন সদস্যের। মৃত্যু হয়েছে মা ও তিন সন্তানের। বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনটি ঘটেছে শামলি জেলায় কালান্দার শাহ লোকালিটিতে। মৃতদের নাম-মা আফসানা, দুই কন্যা চান্দো ও ইরাম এবং ছেলে সুহেইল। বেঁচে গিয়েছে আফসানার স্বামী এবং এক ছেলে। ছাদ যখন ভেঙে পড়ে, তখন তাঁরা বাড়িতে ছিলেন না। সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট সন্দীপ কুমার জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার শামলি জেলায় কালান্দার শাহ লোকালিটিতে ভেঙে পড়ে একটি বাড়ির ছাদ। মৃত্যু হয়েছে একজন মহিলা ও তাঁর তিন সন্তানের। সবাই বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। বাড়ির বাইরে থাকায় বেঁচে গিয়েছেন ওই মহিলার স্বামী ও এক ছেলে। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চারজনকেই মৃত ঘোষণা করা হয়।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের টিকাকরণে জোর দিতে মোদীকে চিঠি মমতার

কলকাতা, ২০ মে (হি স)। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের টিকাকরণে জোর দেওয়ার আরজি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জনজীবন অব্যাহত রাখতে দিনরাত কাজ করছেন ওঁরা। নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে আমজনতার সঙ্গে মেলামেশা করে পরিষেবা দিচ্ছেন। অভিযোগ, তাঁদের জন্য টিকা দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেয়নি কেন্দ্র।এদিনের চিঠিতে মমতা জানিয়েছেন, এবার সেই সমস্ত কর্মীদে টিকাকরণে গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যের সকল সরকারি কর্মচারীর টিকাকরণের জন্য আরও ২০ লক্ষ ভ্যাকসিনের প্রয়োজন রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর আরজি, টিকার পর্যাপ্ত জোগান দেওয়া হোক। যাতে রাজ্যের সকল সরকারি কর্মচারীর টিকাকরণ দ্রুত সেরে ফেলা যায়। রাজ্যের ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার এবং ভোটপ্রক্রিয়ায় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের তাঁদের আগেই টিকাকরণ করা হয়েছে। শুধু রাজ্য সরকারি কর্মচারী নয়, মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে রেল, বিমানবন্দর, বন্দর, প্রতিরক্ষা, ব্যাংক, বিমা, ডাক, কয়লা-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগের কথা উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এই বিভাগগুলির বহু কর্মী নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ম সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে পরিষেবা অব্যাহত রাখছেন। করোনা থেকে সুরক্ষা দিতে তাঁদের দ্রুত টিকা দেওয়ার প্রয়োজন।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল দূরপাল্লার ২০টি ট্রেন

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.) : যাত্রীর অভাবের কারণ দেখিয়ে একের পর এক দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার আরও ২০টি ট্রেন বাতিল করল পূর্ব রেল। রেলের পক্ষ থেকে রীতিমত বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয় ট্রেনগুলির নাম এবং নম্বর। এ ক্ষেত্রেও একই কারণ দেখানো হয়েছে। এর আগে একদিনের বিজ্ঞপ্তিতে বন্ধ করে দেওয়া হয় লোকাল ট্রেন। বিগত কয়েকদিন যাবত একের পর এক দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে যাত্রীর অভাবে। এবার নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হল, নতুন করে আরও ১০ জোড়া দূরপাল্লার ট্রেন অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল করা হল। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, ”যে সমস্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে সেগুলিতে পর্যাপ্ত যাত্রী হচ্ছিল না। তবে ওই সমস্ত ট্রেন বাতিল হলেও ওই নির্দিষ্ট রুটে অন্যান্য ট্রেন রয়েছে যার মাধ্যমে যাত্রীরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবেন।” যদিও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার স্বাভাবিক পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে। যে ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে, সেই তালিকায় আছে হাওড়া-মালদা টাউন স্পেশাল,(আপ এবং ডাউন), হাওড়া-আজিমগঞ্জ স্পেশাল (আপ এবং ডাউন), কলকাতা-লালগোলা স্পেশাল (আপ এবং ডাউন), হাওড়া-মালদা টাউন স্পেশাল (আপ এবং ডাউন), শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার স্পেশাল (আপ এবং ডাউন), কলকাতা-রাধিকাপুর স্পেশাল (আপ এবং ডাউন), কলকাতা-বালুরঘাট স্পেশাল (আপ এবং ডাউন), হাওড়া-ধানবাদ স্পেশাল (আপ এবং ডাউন), হাওড়া-মুজফফরপুর স্পেশাল (আপ এবং ডাউন), রাঁচি-দেওঘর স্পেশাল (আপ এবং ডাউন)। কবে থেকে ফের ট্রেনগুলি চালানো হবে বিজ্ঞপ্তিতে তা জানানো হয়নি। ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধই থাকছে এই ১০ জোড়া দূরপাল্লার ট্রেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মেয়াদোত্তীর্ণ করোনা টিকার ডোজ পুড়িয়ে ফেলল আফ্রিকার মালাবির স্বাস্থ্য আধিকারিকরা

কেপটাউন, ২০ মে (হি. স.) : অক্সফোর্ড—অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি করোনা টিকার ১৯ হাজার ৬১০ ডোজ পুড়িয়ে ধ্বংস করলেন আফ্রিকার মালাবির স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। মহার্ঘ করোনা টিকা ধ্বংস করে দেওয়ার কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন, ‘টিকা পোড়ানো হয়েছে। দেশের আম জনতার আস্থা অর্জনেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার করোনার টিকাগুলো পোড়ানোর সময় উপস্থিত ছিলেন দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী খুমবিজে চিপোন্দা।

করোনার সংক্রমণ রুখতে গত ২৬ মার্চ আফ্রিকান ইউনিয়ন থেকে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার ১ লাখ ২ হাজার ডোজ টিকা পায় মালাবি। তার প্রায় ৮০ শতাংশ টিকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এসব টিকার মেয়াদ ছিল ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত। তাই মেয়াদ শেষ হওয়া টিকা পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেশটির স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে মালাবিই প্রথম প্রকাশ্যে টিকা ধ্বংস করল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) শুরুতে মেয়াদোত্তীর্ণ টিকা ধ্বংস না করার পরামর্শ দিলেও পরে সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে।’ মালাবির স্বাস্থ্যসচিব চার্লস এমওয়ানসাম্বো বলেছেন, ‘এটা দুর্ভাগ্যজনক যে টিকাগুলো ধ্বংস করতে হল। তবে এতে ঝুঁকি এড়ানো গেছে। মেয়াদোত্তীর্ণ টিকা থাকার খবর প্রকাশের পরেই সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। অনেকেই টিকা নিতে বেঁকে বসেন। আমরা যদি সেগুলো পুড়িয়ে না ফেলতাম, মানুষ ভাবতেন আমরা মেয়াদোত্তীর্ণ টিকা ব্যবহার করছি।’ মালাবিতে এখনও পর্যন্ত ৩৪ হাজার ২৩২ জন প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আর মারণ ভাইরাসের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন ১ হাজার ১৫৩ জন।

কর্মফল পেতে হবে শোভন প্রসঙ্গে মন্তব্য দেবশ্রীর

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : কয়েক মাস আগে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছু অপমানজনক কথা বলেছিলেন দেবশ্রী সম্পর্কে। শোভনের বর্তমান অবস্থায় স্পষ্টতই খুশী দেবশ্রী। বৃহস্পতিবার এক সংবাদমাধ্যমে এ ব্যাপারে তিনি মতামত জানিয়েছেন।

একসময় শোভন-দেবশ্রীর ঘনিষ্ঠতার কথা ঘুরত লোকের মুখেমুখে। বৈশাখী শোভনের জীবনে আসার পর একেবারে দূরে সরে যেতে হয় দেবশ্রীকে। গত ২১ জানুয়ারি রায়দিঘিতে এক জনসভায় গিয়েছিলেন শোভন-বৈশাখী। সেই জনসভা থেকে স্থানীয় বিধায়ক দেবশ্রীর সমালোচনায় মুখর হন দু'জনেই। অভিযোগ, শোভন সেখানে দেবশ্রীকে ‘অযোগ্য বিধায়ক’ বলে দাবি করেন এবং ২০১৬ সালের ভোটে তাঁকে জেতানোর জন্য এলাকার মানুষের কাছে ক্ষমা চান। সঙ্গে নাম না করে ‘টোটো কেলেঙ্কারি’ নিয়ে দেবশ্রীকে আক্রমণ করেন। একই সুরে দেবশ্রীর সমালোচনা করেন বৈশাখীও। বলেন, “উনি তো সিনেমাতেও নেই। রাজনীতিতেও নেই!” সেই দিনের বক্তব্যের জন্য আদালতে শোভন-বৈশাখীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন রায়দিঘির তৎকালীন বিধায়ক দেবশ্রী। সেই সঙ্গে আদালত চত্বরে সংবাদমাধ্যমের সামনে একাধিক অভিযোগও তোলেন।

অভিনেত্রী বিধায়ক দেবশ্রী রায়কে ‘ডাইনি’ বলেও কটাক্ষ করেছিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। পাশে দাঁড়িয়ে পারিবারিক কেচ্ছায় তাল মেলান শোভন-বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।নায়িকার কোনও কাজ নেই, সে কথাও তুলেছিলেন বৈশাখী।

এখন শোভন চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতার পর্ব দেখে তাঁর কী মনে হচ্ছে? দেবশ্রী জানান, ”পাগলে কী না বলে” ভেবে কথাগুলো উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে কিছু ঘটলে, আমি ঈশ্বরকে জানাই। মানুষকে জানাই না। বলি, তুমি এর বিচার করো। মানুষ তো নিমিত্তমাত্র। মানুষ ভুল করবে আর তারপর ভগবানের পুজো করে পার পেয়ে যাবে, সেটা হয় না। কর্মফল পেতেই হবে। সে জন্য আমায় কে কী বলেছে, তার বিচার ভগবান করছেন। যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে, সেটা কর্মফল”, উত্তর দেবশ্রীর।

এবার ”সর্বজয়া” রূপে দেবশ্রী রায়। বাংলা ছবি বা বাংলা ধারাবাহিকে তাঁকে দেখার জন্য আগ্রহ জমছিল দর্শকের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত টেলিভিশনের দিকে ঝুঁকলেন দেবশ্রী। রাজনীতিতে থাকলে কি ধারাবাহিকের জন্য সময় বের করা সমস্যার হতো? অভিনেত্রীর উত্তর, ”ধারাবাহিকের জন্য অনেকটা সময় দিতে হয়। আমি যা করি একশো শতাংশ দিয়ে করি। দেবশ্রী রায়ের মধ্যে কোনও তঞ্চকতা নেই। তাই রাজনীতি আর ধারাবাহিকের শুটিং একসঙ্গে সামলানো মুশকিল হতো। এখন শুধু আমার প্রতিষ্ঠানের কাজ আর শুটিং। আশা করছি সামলাতে পারবো”। প্রসঙ্গত শহরে লকডাউন চললে অফিসপাড়ায় কুকুররা খেতে পায় না। তাই শহরজুড়েই বিভিন্ন অফিসপাড়ায় তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন দেবশ্রী।

দুর্গাপুরে বিরল প্রজাতির “স্বর্নগোধিকা” উদ্ধার

দুর্গাপুর, ২০ মে (হি.স.) : বিরল প্রজাতির গিরগিটি উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ১ নম্বর ওয়ার্ডের ধোবিঘাট এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে দুর্গাপুর কর্মীরা এসে ওই সরীসৃপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এবং প্রানী বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধোবিঘাট এলাকার বাসিন্দা সঞ্জীব কান্নান এদিন সকালে বাড়িতে বসে ছিলেন। ওই সময় তাঁর শরীরের ওপর ওই গিরগিটি প্রজাতির সরীসৃপটি উঠে যায়। তিনি আতঙ্কে তড়িঘড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। হলুদ, সবুজ ও কালো রঙের ছাপা গিরগিটি দেখে হতবাক হয়ে যান তিনি। সেটি উদ্ধার করে সুরক্ষিত ভাবে রাখেন এবং বনদপ্তরে খবর দেয়। তিনি বলেন, ’এই এলাকায় মোরাম খাদান ও জঙ্গল রয়েছে। সেখান থেকে এসেছে বলে অনুমান করছি। তবে এটা গিরগিটি নয়। ঘন ঘন সাপের মত চেরা জিভ বের করছে। প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা হবে। এটা বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে। এলাকায় আরও বড় আকারের এই প্রজাতির সরীসৃপ আছে বলে অনুমান।’ এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর বন দফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা।

বিরল প্রজাতির ওই প্রানীটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জ্যুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (কলকাতা) বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডঃ আশীষ হাজরা জানান,’ মনে হচ্ছে স্বর্ন গোধিকা। সাধারনত ইয়েলো মনিটর লিজার্ড বা গোল্ডেন মনিটর লিজার্ড বলে পরিচিতি। বিজ্ঞানসম্মত নাম ঝখন্খদ্রন্ডস্ত্রনখন্তত্রন্ত্বত্রদ্রন্. একটু পাথুরে জলা জায়গায় বাস করে। পোকামাকড় খায়। বিষাক্ত নয়। এটি যেন মেরে না ফেলে। এখন এটি দুর্লভ প্রজাতির তালিকায়।’

দুর্গাপুর ডিএফও নীলরতন পাণ্ডা বলেন,’ গিরগিটি প্রজাতির সরীসৃপ প্রাণীটি উদ্ধার করে প্রাণী বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হয়েছে। কোন প্রজাতির, কি নাম সে বিষয়টি জানা যাবে। এবং তাঁর নির্দিষ্ট এলাকায় পরবর্তীকালে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই এলাকায় কিভাবে এলো সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে।

তিক্ততার অতীত স্মরণ করিয়ে বুদ্ধবাবুর আরোগ্য কামনা তসলিমা নাসরিনের

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : রোগশয্যায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনি বাড়িতেই চিকিৎসাধীন। আর তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য করোনা আক্রান্ত হয়েই উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি। খবর পেয়েই ট্যুইটারে আরোগ্যবার্তা দিলেন তসলিমা নাসরিন।

পাশাপাশি তসলিমা মনে করিয়ে দিলেন তিক্ততার অতীতও। আরোগ্যের প্রার্থনা মোড়া রইল অভিমানে।

তসলিমা বুধবার রাতে ট্যুইটারে লিখেছেন, ’বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য করোনা পজিটিভ হয়েছেন। উনি যদিও আমাকে বাংলা থেকে তাড়িয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।’

করোনায় সম্প্রতি আক্রান্ত হয়েছিলেন জনপ্রিয় লেখিকা তসলিমা নাসরিন। গত ৯ মে নিজেই নেটমাধ্যমে জানান সে কথা। সংক্রমণ এড়াতে যাবতীয় সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী ভাবে এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন তিনি, বুঝতে পারেননি তসলিমা। ফেসবুকে লেখা পোস্টে তা নিয়ে বিস্ময়ও প্রকাশ করেন ”লজ্জা”-র রচয়িতা।

ফেসবুকে তসলিমা লেখেন, ‘...গত বছরের মার্চ মাস থেকে একা আছি ঘরে, একখানা ইনডোর ক্যাট সঙ্গী, কোথাও এক পা বেরলাম না, কাউকে ঘরে ঢুকতে দিলাম না, রান্না-বান্না বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঝাড়ু-মোছা সব একাই করলাম, কী লাভ হল? কিছুই না। ঠিকই কোভিড হল’। তিনি জানান, মাস দু”য়েক আগে টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন। গত এক বছরে ওই এক ঘন্টার জন্যই বাইরে বেরিয়েছিলেন তিনি। তার পরেও আক্রান্ত হন তসলিমা।

ডাকাতির আশঙ্কায় সোনার দোকান খোলার সময় বদলের আবেদন ব্যবসায়ীদের

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : গ্রীষ্মের ভরদুপুরে প্রায় জনশূন্য বিভিন্ন এলাকায় সোনার দোকানগুলিতে ডাকাতির আশঙ্কায় কাঁটা মালিক-কর্মীরা। তাই দোকান খোলার সময়সীমা বদলের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

করোনা সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতে রাজ্য সরকারের কড়া বিধিনিষেধে রাজ্যে কার্যত লকডাউনের পরিবেশ। তবে তার মধ্যেও স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের রুজিরুটির কথা ভেবে সারাদিনে ঘন্টা তিনেকের জন্য দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শুধু বড়বাজার নয়, গয়নার দোকান খোলা থাকছে গোটা রাজ্যেই। দুপুর ১২ টা থেকে তিনটে পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আর এই সময়টা নিয়েই বিপাকে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। এই মুহূর্তে রাজ্যে বন্ধ সব গণপরিবহণ। ক্রেতাও যৎসামান্য। উপরন্তু দুপুরে শুনশান পরিবেশ। এই সুযোগ নিয়ে ডাকাতির আশঙ্কা বাড়ছে সোনার দোকানে। এমনকী ক্রেতারাও কিছু কিনতে ভয় পাচ্ছেন, যদি মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে ফেরার পথে ছিনতাই হয়ে যায়। এসব নানাবিধ কারণে দোকান খোলার সময় পরিবর্তনের আবেদন করে এবার রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন স্বর্ণশিল্পীরা ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে, সোনা-রুপো ও অন্যান্য গয়নার দোকান সকাল ৮টা থেকে ১২ টা অথবা ব্যাংকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সকাল ১০টা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত যদি খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে ছোট মাঝারি দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা খুব উপকৃত হবে। ব্যাংকের সঙ্গে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের লেনদেনের ব্যাপারে একটা যোগাযোগ থাকে। তাই এই দুটি সময়ের মধ্যে যে কোনও একটি সময় দোকান খোলার জন্য সরকার অনুমতি দিলে হাজার হাজার সোনার দোকানি তাঁদের রুটিরুজি বজায় রাখতে পারবেন।

বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক টগরচন্দ্র পোদ্দার বলেন, “গ্রামে-গঞ্জে এই দুপুরের সময় দোকান খুলতে ভয় পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়। অন্য দোকানও বন্ধ থাকে। ফলে শুনশান পরিবেশে ডাকাতির ভয় রয়েছে। তাই আমরা দোকান খোলার জন্য সময় বদলের দাবি জানিয়েছি।”

টিকা না মেলায় বেলুড় হাসপাতালে ধুন্ধুমার, ভাঙল গেট

কলকাতা, ২০ মে (হি স)। করোনার প্রতিষেধক নেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে গেল বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার সকালে বেলুড় হাসপাতালের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখালেন টিকার দাবিদাররা।মানুষজনের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার প্রতিষেধকের জন্য বুধবারই লাইন দেওয়া হয়। বাইরে রাখা খাতায় নাম লেখেন নিজেরাই। বিকেলের দিকে অনেকে আসেন লাইন দিতে। তাঁরা অভিযোগ করেন, লাইনে লোক কম হলেও খাতায় নথিভুক্ত নাম শতাধিক। এই নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ঝামেলা চলে। রাত এগারোটা নাগাদ পুলিশ এসে বিক্ষোভ থামিয়ে তাঁরাও উপস্থিত

প্রতিষেধকের জন্য আসাদের নতুন একটি নামের তালিকা তৈরি করে। রাত তিনটে নাগাদ কিছু মানুষ এসে তারাও নতুনভাবে লাইন তৈরির চেষ্টা করে। হাসপাতাল ভবনের পূর্ব দিকের গেট ভেঙে দেন বলে অভিযোগ। ভিতরে ঢুকে নতুন করে লাইন তৈরি করায় ঝামেলা আরও বেড়ে যায়। রাত থেকে এ নিয়ে বিক্ষোভ, ঝামেলা চলতে থাকে। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মাঝে বেলা গড়িয়ে গেলেও টিকা দেওয়ার কাজ শুরু করা যায়নি।

হাসপাতালের সুপার এস কে ঠাকুর বলেন, “ঝামেলা এড়িয়ে ১০০ জনকে কুপন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। যা দেখে প্রতিষেধক ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে।” দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়েও প্রতিষেধক নেওয়ার কুপন না পেয়েও মানুষজন ক্ষোভে ফুঁসছে।

প্রয়াত হলেন কলকাতার দুই প্রধানে খেলা ফুটবলার রাহুল কুমার

চন্ডীগড়, ২০ মে (হি.স.): করোনা কালে ফুটবল মহলে নেমে এল শোকের ছায়া। লিভারের সমস্যা ছিলই, করোনার ধাক্কাটা আর সামলাতে পারলেন না। প্রয়াত হলেন কলকাতার দুই প্রধানে খেলা ফুটবলার রাহুল কুমার। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের শোকের ছায়া ফুটবলমহলে।

আদপে পাঞ্জাবের ছেলে। তবে প্রতিভার জোরে কলকাতার ময়দানে নিজের আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছিলেন রাহুল কুমার। মোহনবাগান, মহমেডানে একটা সময়ে চুটিয়ে ফুটবল খেলেছেন। ইউনাইটেড স্পোর্টসের হয়েও তিনি ফুটবল খেলেছেন। তখন অবশ্য চিরাগ ইউনাইটেড নাম ছিল ইউনাইটেড স্পোর্টসের। পরে সাদার্ন সমিতির জার্সিতেও তাঁকে খেলতে দেখা গিয়েছে। সালগাওকারের আইলিগ দলেও ছিলেন রাহুল।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই লিভার ক্যান্সারে ভুগছিলেন রাহুল কুমার। সম্প্রতি তাঁর করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। শারীরিক অবস্থা অবনতি হচ্ছিল দ্রুত। শেষপর্যন্ত এদিন সকালে পাঞ্জাবেই মারা যান ময়দানের প্রাক্তন এই ফুটবলার। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ভারতীয় ফুটবল মহলে।

বিয়ের

● প্রথম পাতার পর

সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থকে নিয়ে মুখ খোলেন।

তারই প্রতিবাদে আক্রান্ত পুরোহিত দীপক আচার্য।এবং দুস্কৃতিকারীরা তাকে বেধড়ক মারধর করেন বলেও জানান পুরোহিত দীপক আচার্য। এই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান শাসক দলের কিছু যুবকরাও জড়িত রয়েছেন বলে তিনি জানান এবং উনাকে মারতে মারতে বর্তমান সরকারকে কালিমালিপ্ত করছেন বলে দুস্কৃতিকারীরা উনাকে হুমকি দিয়েছেন এবং কেন তিনি সংবাদমাধ্যমের নিকট কাউন্সিলর লক্ষ্মী রানী সাহা এবং জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ নাম বললেন এই নিয়ে তাকে বেদম প্রহার করেন দুস্কৃতিকারীরা। বর্তমানে অসহায় হয়ে জীবন যাপন করছেন দুই কন্যা সন্তানের পিতা তথা নেতাজি নগর কালি মন্দিরের পুরোহিত দীপক আচার্য। তাছাড়া এমনটাও উনাকে হুমকি দেয় আগামী দিনে এই কালী মন্দিরের পুরোহিত কাজকর্ম থেকেও ওনাকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুস্কৃতিকারীরা।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

তীব্র আতংক বিরাজ করছে। পুলিশকে ঘটনা জানানোর পরও পুলিশ সময় মতো যায় নি।

ঘটনার প্রায় চার ঘন্টা পর কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। উল্লেখ্য, পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী কৈলাসহরের ফুলতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় ডিওয়াইএফআই -এর উদ্যোগে কর্মীরা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সেনিটাইজেসন করে। সেনিটাইজেসন শেষ করে ডিওয়াইএফআই কর্মী প্রসন্ন দাস বাড়িতে ফেরার পথে ফুলতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মৃদুল সিনহার নেতৃত্বে গ্রামের বিজেপি দলের কর্মীরা প্রসন্ন দাসকে রাস্তায় আটকে বলে যে, মাথায় দলীয় টুপি খুলে রাস্তায় রাখতে। সেই টুপির উপর প্রাকৃতিক কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয়। একথা শোনার পর প্রথমে প্রসন্ন দাস একাজ করতে রাজি না হওয়াতে তাকে বেধড়ক মারধর করে। প্রাণে বাঁচার তাগিদে প্রসন্ন এ কাজটি করার পর প্রসন্নকে নিজের দুই হাত দিয়ে নিজের দুই কান ধরিয়ে ৫০বার উঠ বস বসায় এবং জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে বাধ্য করে। শুধু তাই নয়, এরপর প্রসন্নের কোমড়ের বেল্ট খুলে নিয়ে প্রসন্নকে বেধড়ক মারধর করে।

শেষ অব্দি প্রসন্নকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে বলে প্রসন্ন নিজেই জানান। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রাস্তা থেকে উদ্ধার করে প্রসন্নকে কৈলাসহরের সিংগিরবিল এলাকায় অবস্থিত কনিকা মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রসন্নকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঘটনার খবর পেয়ে দলীয় কর্মী সমর্থকরা কনিকা মেমোরিয়াল হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ খবর নেন। অন্যান্যদের মধ্যে আসেন ডিওয়াইএফআই কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশু দাস, যুব নেতা পরিমল শীল, বিপুল সিনহা, সন্তোষ সিনহা সহ আরও অনেকে।

সন্তোষ সিনহা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে প্রথমেই এই ঘটনার নিন্দা জানান এবং এই ঘটনার সাথে জড়িত উপপ্রধান মৃদুল সিনহা সহ বিজেপি কর্মীদের গ্রেফতারের দাবী জানান। তাছাড়া, ঘটনার খবর পেয়ে সময় মতো ঘটনাস্থলে কৈলাসহর থানার পুলিশ না আসায় পুলিশের তীব্র সমালোচনা করেন। কৈলাশহর এর সিঙ্গারবিল এলাকায় ডিওয়াইএফআই কর্মীকে আটক করে মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

বিধায়ক

● প্রথম পাতার পর

সমর্থকরা জড়ো হয়েছিলেন, সে খবর আমার জানা ছিল না। তাঁর বক্তব্য, গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথেই তিপ্রা মথার সমর্থকরা হামলা চালিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাকে কিল, ঘুষি, থাপ্পড় মেরেছে তিপ্রা মথা আশ্রিত দুস্কৃতিকারীরা। তাতে, আমি এখন কানে শুনতে পারছি না।

তিনি বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে প্রদ্যুত কিশোর ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং আমরা একসাথে খুমুলঙ ফাড়িতে গিয়ে মামলা দায়ের করেছি। তিনি জানান, ওই ঘটনায় পুলিশ স্বর্ণ কুমার ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করেছে। পাশাপাশি, ওই ঘটনার সাথে জড়িত অন্য কর্মী-সমর্থকদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। এদিন তিনি বলেন, জিরানিয়া হাসপাতালে আমার চিকিতা হয়েছে। চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষুধ লিখে দিয়েছেন।

এদিকে, গতকাল এন সি দেববর্মার উপর আক্রমন এবং আজ আইপিএফটি বিধায়কর হামলার ঘটনায় সমস্ত দায় মাথা পেতে নেন। তিনি ওই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং দোষীদের দল থেকে বহিস্কার করা হবে বলে জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, জনজাতিদের ঐক্যে চিড় ধরানোর চেষ্টা হলে তা কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ইতিমধ্যে দোষীদের চিহ্নিত করে দল বহিস্কার করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, জনপ্রতিনিধি-দের লক্ষ্য করে বিক্ষোভ কিংবা কালো পতাকা দেখানোর সংস্কৃতি বদলাতে হবে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

তেলিয়ামুড়া থেকে বাইকে করে আগরতলায় আসছিল। তখনই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই যুবক। স্থানীয় এক ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করে প্রথমে জিরানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। তার পরিচয় পাওয়ার পর তিনি ফোনে বিষয়টি তার পরিবারের লোকজনদের জানান। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন। আহত যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জিরানিয়া হাসপাতাল থেকে তাকে জিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই যুবক। পুলিশ গাড়িটি আটক করেছে। গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চিকিৎসকের

● প্রথম পাতার পর

কেরলে ৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৬ জন, ওডিশাতে ১৪ জন, তামিলনাড়ুতে ১১ জন, ত্রিপুরাতে দু”জন, উত্তরাখণ্ডে দু”জন এবং পঞ্জাব ও পুদুচেরিতে একজন করে চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। আইএমএ আরও জানিয়েছে, মহামারীর প্রথম ঢেউয়ে মৃত্যু হয়েছিল ৭৪৮ জন ডাক্তারের। সবমিলিয়ে কোভিড মহামারীতে দেশে মৃত্যু হয়েছে ১,০৭৭ জন চিকিৎসকের।

দৈনিক

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩ হাজার ৮৭৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৮৭,১২২ জন (১.১১ শতাংশ)। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩১ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৭৮ জন।

দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ০৭৭ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,২৩,৫৫,৪৪০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৬.৭৪ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ ০৯ হাজার ৭৯২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১১,৬৬,০৯০ জনকে।

ক্রীড়াঙ্গন

ইংল্যান্ড সফরে দলে অতিরিক্ত উইকেটরক্ষক কে এস ভারত

মুম্বই, ২০ মে (হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতে দল নিয়ে কোনরকম ঝুঁকি নিতেই রাজি নয় ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআই। সেই কারণেই সদ্য করোনা মুক্ত ঋদ্ধিমান সাহার ব্যাকআপ হিসাবে রাখা অন্ধ্রপ্রদেশ রঞ্জি দলের উইকেটরক্ষক কে এস ভারত। ভারতও ২ জুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য রওনা হওয়া দলের সঙ্গেই ইংল্যান্ডে যাবেন।বোর্ডের এক সদস্য জানান, 'কে এস ভারতকে সাহার ব্যাকআপ হিসাবে দলে নেওয়া হয়েছে। কারণ সাহা এখনও পুরোপুরি ফিট নয় এবং উইকেটরক্ষকের জন্য দলে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। সাহা সময় মত ফিট না হলে তিন মাস লম্বা একটা সফরের জন্য দলে আরেকটা উইকেটরক্ষক থাকা তো আবশ্যক।'

তবে এই প্রথম নয় বেশ কয়েকবছর ধরেই ভারতীয় দলের আশেপাশেই রয়েছেন ২৭ বছর বয়সী ভারত। ইংল্যান্ড সিরিজেও তিনি দলের স্ট্যান্ডবাই পাঁচ ক্রিকেটারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ফলে এই ভূমিকা তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়।

ইংল্যান্ড উড়ে যাওয়ার আগে বর্তমানে মুম্বইয়ের হোটেলে নিভৃতবাস শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় দল। তবে দলের সঙ্গে বিরাট কোহলিসহ মুম্বই নিবাসী সদস্যদের পাশাপাশি ঋদ্ধিমান সাহাও এখনও যোগ দেননি। সদ্য করোনা থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ঋদ্ধি। তাই পরিবারের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে তবেই দলের সাথে যোগ দেবেন তিনি।

শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম দুটি একদিনের ম্যাচের জন্য বাংলাদেশের দল ঘোষণা

ঢাকা, ২০ মে (হি.স.): শ্রীলঙ্কা সিরিজের ২টি একদিনের ম্যাচের জন্য ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বৃহস্পতিবার ঘোষিত দলে ফিরেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অল রাউন্ডার শাকিব আল হাসান দলে জায়গা পেয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের পেস বোলার মুস্তাফিজুর রহমান। ১৫ জনের দলে জায়গা পেলেন না নাজমুল হোসেন শান্ত। শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য গত ১ মে ২৩ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। আজ বৃহস্পতিবার সেই দল থেকে ১৫ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াডে বেছে নিল বিসিবি। চূড়ান্ত ১৫ জনের দলে জায়গা পাননি ইমরুল কায়েস, তাইজুল ইসলাম, রুবেল হোসেন, হাসান মাহমুদ, শহিদুল ইসলাম, শান্ত, নঈম ও নাসুম। চোটের কারণে দুই পেসার রুবেল ও হাসানের না থাকা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। নঈম, তাইজুল ও শহিদুল অবশ্য আছেন স্ট্যান্ড বাই বা অপেক্ষমান তালিকায়। প্রাথমিক দলের শুরুতে না থাকলেও পরে যোগ করা লেগ স্পিনার আমিনুল ইসলাম বিপ্লবকেও রাখা হয়েছে স্ট্যান্ড বাই হিসেবে। কোভিড পরিস্থিতিতে জরুরি প্রয়োজনকে ভাবনায় রেখে অপেক্ষমান তালিকার চার জনকে রাখা হয়েছে মূল স্কোয়াডের সঙ্গেই। সবশেষ সিরিজে নিউজিল্যান্ডে তিন ম্যাচে সৌম্যর রান ছিল ০, ৩১ ও ১। তার আগের সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একমাত্র ইনিংসে করেছিলেন ৭। সব মিলিয়ে গত ১৫ ওয়ানডে ইনিংসে তার ফিফটি মাত্র ১টি। তবে বৃহস্পতিবার দল ঘোষণার আগে নিজেদের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচে ৬০ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। এর সুবাদেই হয়তো ১৫ জনের দলে জায়গা পেলেন সৌম্য সরকার। অন্যদিকে শান্ত বাদ পড়লেন নিউজিল্যান্ডে একদিনের সিরিজে কোনও ম্যাচ না খেলেই। তবে তার আগে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তার পারফরম্যান্স ভাল ছিল না। শাকিব আল হাসানকে তার প্রিয় পজিশন তিন নম্বর থেকে সরিয়ে সেখানে শান্তকে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। খর্বশক্তির ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সেই সিরিজে শান্তর রান ছিল ১, ১৭ ও ২০। এরপরে আবার শাকিব দলে ফেরায় শান্তকে বসতেই হচ্ছে। পারিবারিক কারণে নিউজিল্যান্ড সফরে না যাওয়া শাকিব আল হাসান এবার দলের সঙ্গে রয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে দলে থেকেও এখনও অভিষেক না হওয়া বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলাম আছেন লঙ্কানদের বিপক্ষে। প্রথম দুই ম্যাচের বাংলাদেশ ১৫ সদস্যের দল: তামিম ইকবাল (অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, শাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মহম্মদ মিঠুন, মাহমুদউল্লাহ, আফিফ হোসেন, মেহেদি হাসান মিরাজ, মহম্মদ সাইফ উদ্দিন, তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, সৌম্য সরকার, মোসাদ্দেক হোসেন, মেহেদি হাসান, শরিফুল ইসলাম। স্ট্যান্ড বাই তালিকা: মহম্মদ নঈম শেখ, তাইজুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বেছে নেওয়া হোক : মাইক হাসি

সিডনি, ২০ মে (হি.স.): ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়াটা খুবই কঠিন । এমনটাই মনে করে সদ্য করোনা মুক্ত হয়ে দেশে ফেরা চেন্নাই সুপার কিংস ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি। তাঁর মতে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বেছে নেওয়া হোক।

করোনামুক্ত হয়ে সোমবারই অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংস ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি। তবে এখনও করোনা আতঙ্ক কাটেনি তাঁর। আর সে কারণেই তিনি কোনও ভাবেই চান না, ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ করা হোক। মাইক হাসি বলেছেন, 'আমার দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয়, ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়াটা খুবই কঠিন বিষয় হবে।' এর সঙ্গেই তিনি আইপিএলের উদাহরণ টেনে যোগ করেছেন, 'যদি আইপিএলের আটটি টিমের কথা ধরি, আমার মনে হয় এর চেয়ে বেশি বিদেশি টিমই আসবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে। আরও অনেক বেশি ভেন্যু থাকবে। আমি যেটা আগেও বলেছি, যদি আলাদা আলাদা শহরে ম্যাচ হয়, তা হলে ঝুঁকি কিন্তু বাড়বে।' প্রসঙ্গত, আইসিসি ভারতের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী বিকল্প হিসেবে তৈরি রাখা হয়েছে। জুলাই মাসে আইসিসি-র বার্ষিক সভায় এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। তবে বিসিসিআই ভারতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে মুখিয়ে রয়েছে।

দুবাইয়ে শুরু হতে যাওয়া এশীয় বক্সিং প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়েছে মেরি কম

নয়াদিল্লী, ২০ মে।। এই মঞ্চে তিনি শাসন করেছেন বছরের পর বছর। কিন্তু দুবাইয়ে শুরু হতে যাওয়া এ বারের এশীয় বক্সিং প্রতিযোগিতা অন্য এক অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে মেরি কমের সামনে। যেখানে শুধুমাত্র পদক জয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না ছ'বারের বিশ্বজয়ী মহিলা বক্সারের লক্ষ্য। করোনার কারণে যে ভাবে ব্যাহত হয়েছে অলিম্পিক্সের প্রস্তুতি, এই মঞ্চে সেই ঘাটতি পূরণ করে নিজস্ব তীক্ষ্ণতা বাড়িয়ে মেরি টোকিয়োয় পদক জয়কে করে ফেলতে চান পাখির চোখ।সাত বার এশীয় বক্সিংয়ে অংশ নেওয়া মেরির দখলে রয়েছে পাঁচটি সোনা এবং একটি রুপো। দুবাইয়ে ৫১ কেজি বিভাগে নামার আগে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেরি বলেছেন, ''করোনা অতিমারির জন্য প্রশিক্ষণ প্রায় হয়নি বললেই চলে। ফলে অলিম্পিক্সের আগে নিজের ক্ষমতার মূল্যায়ন করার জন্য এই প্রতিযোগিতা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বলা যেতে পারে, আমি রিংয়ে নামার জন্য মুখিয়ে আছি।''গত মাসে নয়াদিল্লিতে ইন্দিরা গাঁধী স্টেডিয়ামে বিশেষ জৈব সুরক্ষিত বলয়ে জাতীয় শিবির শুরু করা হলেও ঢুকে পড়ে মারণ ভাইরাস। বন্ধ করে দিতে হয় শিবির। বাধ্য হয়ে অন্য বক্সারদের সঙ্গে মেরিকেও যেতে হয় পুণের শিবিরে। ৩৮ বছরের বক্সার সেই প্রসঙ্গে বলেছেন, ''কাজটা আমার পক্ষে মোটেও সহজ ছিল না।

মার্চ মাসে স্পেনে একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দেশে ফিরে আমি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। আমার সন্তানদের শরীর ভাল ছিল না। ফলে আমাকে ওদের দিকটাও দেখতে হয়েছিল। সন্তানদের স্বাস্থ্য নিয়েও একটা উদ্বেগ ছিল। তার পরে দিল্লিতে জাতীয় শিবির শুরু হওয়ার পরে তা স্থগিত হয়ে গেল করোনার জন্য।''মেরি আরও বলেছেন, ''এই বিষয়গুলো অনুশীলনে খুব প্রভাব ফেলেছিল। সেই জায়গা থেকে দেখতে গেলে এই এশীয় বক্সিং প্রতিযোগিতা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এত দিন পরে অন্তত একটা প্রতিযোগিতায় তো অংশ নিতে পারছি এবং আমি মনে করি, এর চেয়ে ভাল প্রস্তুতির মঞ্চ আর কিছু হতে পারে না।

চলতি মাসের শেষে বিশেষ সাধারণ সভা ডাকল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

নয়াদিল্লী, ২০ মে।। কোভিড আবহে দেশের মাটিতে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের ভবিষ্যতকী হবে। তা ঠিক করতে চলতি মাসের শেষে একটি বিশেষ সাধারণ সভা ডাকল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তবে ২৯মে সেই সভায় কেবল টি-২০ বিশ্বকাপের রূপরেখা তৈরি করাই কেবল নয়, আসন্ন ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। আগামী ১জুন বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ইস্যুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছে। সেখানে অক্টোবর-নভেম্বর উইন্ডোয় আইসিসির ফ্ল্যাগশিপ টুর্নামেন্ট আয়োজন ঘিরে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। যা ভারতের সাম্প্রতিক কোভিড পরিস্থিতির নিরিখে ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, ভারতের মাটিতে আইপিএলের জৈব বলয়ে থেকেও ক্রিকেটাররা করোনা সংক্রামিত হওয়ায় টুর্নামেন্ট স্থগিত হয়ে গিয়েছে মাঝপথেই। দেশের সাম্প্রতিক যা পরিস্থিতি তাতে অক্টোবরে টি-২০ বিশ্বকাপ নিয়েও ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষপাতী নয় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বোর্ড।বিকল্প ভেন্যু হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর নাম জোরালো হয়েছে ইতিমধ্যেই। তবে গতমাসে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে দেশের মাটিতে যে ৯টি ভেন্যুকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করেছিল সেগুলি হল- আমদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, ধরমশালা, হায়দরাবাদ, কলকাতা, লখনউ এবং মুম্বই। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিতে দেশের মাটিতে এই সকল ভেন্যুতে ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে ২৯মে বিসিসিআইয়ের বিশেষ সাধারণ সভায় বিশ্বকাপের পাশাপাশি বাড়তি গুরুত্ব প্রদান করা হবে আগামী মরশুমে ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলোকে।বিসিসিআই সচিব জয় শাহ সভা সংক্রান্ত যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন সেখানে কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ''ভারতে সাম্প্রতিক সময়ে যে অতিমারি পরিস্থিতি চলছে সেই পরিস্থিতির আবহে আসন্ন ক্রিকেট মরশুম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।'' এক বিসিসিআই আধিকারিক বিশেষ সাধারণ সভা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ''এই কঠিন সময়ে আমাদের যথাযথ পরিকল্পনা করা ভীষণ জরুরি। এই সভায় আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে কথা বলব। আসন্ন ক্রিকেট মরশুম যাতে সুষ্ঠভাবে এবং নিতাপদে সম্পন্ন হতে পারে সেজন্য অনেক বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

কোভিডে আক্রান্ত শ্রাবন্তীর মা ! লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য কোহলির

নয়াদিল্লী, ২০ মে।। জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন তারকা কেএস শ্রাবন্তী নাইডুর মা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চিকিতার জন্যই এবার দরাজহস্ত হলেন বিরাট কোহলি। শ্রাবন্তীর মায়ের চিকিতার জন্য কোহলি ৬.৭৭ লাখ টাকা দান করলেন।শ্রাবন্তীর মা এসকে সুমন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। তারপরেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। ক্রিকেটারের মায়ের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়েই টুইট করেন বোর্ডের সাউথ জোনের কনভেনর বিদ্যা যাদব। যিনি আবার বোর্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শিবলাল যাদবের বোন। নিজের টুইটেই কোহলিকে ট্যাগ করেন বিদ্যা। তারপরেই সাহায্যের সিদ্ধান্ত নেন কোহলি।জানা গিয়েছে, ক্রিকেটার শ্রাবন্তীর বাবা-মা কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর ইতিমধ্যেই ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করে ফেলেছেন। তারপরেই কোহলির সাহায্যে সমস্যা মেটে তাঁর। শ্রাবন্তী কোহলিকে ধন্যবাদ জানান তারপরেই। সঙ্গে ধন্যবাদ

জানিয়েছেন জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ শ্রীধরকেও। যিনি কোহলিকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। স্পোর্টসস্টার-কে শ্রাবন্তী জানিয়েছেন, ''কোহলির স্বতস্ফূর্ত অবদানে আমি অভিভূত। অত বড় একজন ক্রিকেটারের বিশাল এক মানসিকতা! আর শ্রীধরকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। উনি বিষয়টি কোহলিকে জানিয়েছিলেন।'' আইপিএল বন্ধের পরেই এর আগে করোনা যুদ্ধে স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কোহলি। দু-জনে ২ কোটি টাকা দান করার পাশাপাশি তহবিল তোলার কাজও করেছেন। যাতে অক্সিজেন, হাসপাতাল বেড-এর মত জরুরি বিষয় গুলিতে আরো বেশি সাহায্য করা যায়। এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই তহবিলে জমা পড়েছে ১১ কোটি টাকা।৭ কোটির ত্রাণ তোলার লক্ষ্য নিয়ে তহবিল গড়েছিলেন বিরুষ্কা জুটি। তবে দানের অঙ্ক পেরিয়ে গিয়েছে ১১কোটিও। করোনা ত্রাণে পুরো অর্থ দান করা হয়েছে।যাইহোক, কোহলি আপাতত জাতীয় দলের সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই উড়ে যাবেন ইংল্যান্ডে। সেখানে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়ার পরে ভারত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ টেস্টের সিরিজে নামবে।

অভিনব প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছেন ম্যান ইউ ম্যানেজার ওয়ে গুন্নার সোলসার

নয়াদিল্লী, ২০ মে।। চর্চায়: ম্যান ইউনাইটেডের ম্যাচে এ ভাবেই প্যালেস্তাইনের পতাকা হাতে দেখা গেল পোগবা, ডিয়ালোকে। নেভেনি বিক্ষোভের আগুন। এখনও তোপের মুখে গ্লেজার পরিবার। তারই মধ্যে ওল্ডট্র্যাফোর্ডে মঙ্গলবার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম ফুলহ্যাম ম্যাচের পরে আরও এক চমকপ্রদ ঘটনার সাক্ষী থাকলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সমর্থকেরা। ম্যাচের পরে পোগবা আর আমাড ডিয়ালো চমকে দিলেন স্টেডিয়ামের মধ্যেই প্যালেস্তাইনের পতাকা তুলে ধরে। গাজা লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। হামাস অধ্যুষিত এলাকায় প্রচুর প্রাণহানিও হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে প্যালেস্তাইনকে সমর্থন করতে নেমে পড়েন ম্যান ইউয়ের এই দুই তারকা। যে অভিনব প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছেন ম্যান ইউ ম্যানেজার ওয়ে গুন্নার সোলসার।তাঁর প্রতিক্রিয়া, ""একটা দল চালাতে হলে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফুটবলারদের আনতে হয়। এরা ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে উঠে আসেন। আমাদের উচিত এ সবের বিরোধিতা না করে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান জানানো।"" ম্যান ইউ ম্যানেজারের অভিমত, একজন ফুটবলার সমাজসচেতন হতেই পারেন। তাতে অন্যায় কিছু নেই। প্রাসঙ্গিক বলেই তিনি মার্কাস র্যাশফোর্ডের সমাজসেবার বিষয়টি তোলেন। প্রসঙ্গত শনিবার এফএ কাপ ফাইনালের পরে লেস্টার সিটির হামজা চৌধুরী ও ওয়েসলি ফোফানাও এই একই ভাবে মাঠের মধ্যে এই আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।মঙ্গলবারের ম্যাচ ১-১ ড্র হয়। করোনা-বিধি শিথিল হওয়ায় স্টেডিয়ামে বসে সেই লড়াই দেখলেন হাজার দশেক সমর্থক।তাঁদের খুশি করতে চেষ্টায় কসুর করেননি পল পোগবারা। অসাধারণ গোলও করেন এডিনসন কাভানি। ফের্নান্দেসের পাস ধরেই উরুগুয়ান স্ট্রাইকার লক্ষ্য করেন ফুলহ্যামের গোলরক্ষক আরিয়েলো নিজের জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন। সেই সুযোগ নিয়ে ৪০ গজ দূর থেকে নিখুঁত লব করে তিনি বল জড়িয়ে দেন জালে। সেটা খেলার ১৬ মিনিটে। ম্যান ইউ অবশ্য শেষরক্ষা করতে পারেনি। ৭৬ মিনিটে ১-১ করে দেন ফুলহ্যামের জো ব্রায়ান।ম্যাচ ড্র করায় টেবলে দ্বিতীয় ম্যান ইউয়ের পয়েন্ট এখন ৭১, ৩৭ ম্যাচে। তবে ম্যাচের ফল নিয়ে রেড ডেভিলস সমর্থকদের বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে মনে হয়নি।

প্রায় সারা ক্ষণ তাঁরা গ্লেজার পরিবারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিদ্রোহী লিগে (প্রস্তাবিত ইউরোপীয় সুপার লিগ) খেলতে চেয়েছিল ম্যান ইউ। যা মেনে নিতে পারেননি ক্লাবের সভ্যেরা। গ্লেজার পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার পরেও তাঁরা তাই একইরকম সরব। সমর্থকদের বক্তব্য, মার্কিন মুলুকে বসবাসকারী মালিকেরা ক্লাবের আবেগ আদৌ উপলব্ধি করেন না। তাই তাঁরা স্টেডিয়ামে এসেছিলেন, ''গো গ্লেজার গো'' লেখা বড় বড় ব্যানার নিয়ে।ম্যান ইউ ম্যানেজার ওয়ে গুন্নার সোলসার দলের পারফরম্যান্সে অবশ্য একেবারেই খুশি নন। তিনি মনে করেন, ইউরোপা লিগ ফাইনালে ভিয়ারিয়ালের মতো দলকে হারাতে হলে পোগবাদের আরও অনেক ভাল খেলতে হবে। ""শেষ তিন ম্যাচে মোটেই আমরা ভাল খেলিনি। ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে তো ফুটবলারেরা সবাই নিজেদের ব্যক্তিগত দক্ষতা দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি কখনওই ওদের এ ভাবে খেলতে বলিনি। বলবও না। শুধু দর্শকদের আনন্দ দিতে আমরা মাঠে নামি না। দলকে জেতানোটাই আসল উদ্দেশ্য। সেটাই ছেলেরা ভুলে যাচ্ছে,"" বলেছেন হতাশ সোলসার। জানিয়েছেন, তাঁর ফুটবল জীবনে স্যর আলেক্স ফার্গুসনের প্রশিক্ষণে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার পরে কী ভাবে ম্যান ইউ দলটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তাঁর ধারণা, ইউরোপা লিগ ফাইনালে (আগামী বুধবার, রাত ১২-৩০ থেকে খেলা) জিতলে তাঁর দল অন্য উচ্চতায় চলে যাবে। যার সাহায্যে আগামী দিনে ম্যান ইউ আবার প্রিমিয়ার লিগও জিততে পারে।

২০২২ সালে কাতারে বসতে চলেছে ফুটবল বিশ্বকাপের আসর, বিশ্বজুড়ে চলছে তারই বাছাইপর্বের ম্যাচ

নয়াদিল্লী, ২০ মে।। ২০২২ সালে কাতারে বসতে চলেছে ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। বিশ্বজুড়ে চলছে তারই বাছাইপর্বের ম্যাচ। লাতি আমেরিকা, ইউরোপের মতো যুদ্ধে সামিল হয়েছে এশিয়ার দেশগুলিও। আগামী ৩ জুন আয়োজক কাতারের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে ভারত।সেই উপলক্ষে ২৮ সদস্যের দল নিয়ে বুধবার বিকেলে দোহা উড়ে যাবেন ভারতীয় দলের হেডস্যার ইগর স্টিম্যাচ। তার আগে অবশ্য ফুটবলার এবং সকল স্টাফদের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সকলেরই রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় দোহা যেতে কোন সমস্যা নেই মেন ইন ব্লুর।২০২২-এর বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ নেই। তবে ২০২৩ সালের এএফসি এশিয়ান কাপ খেলার সুযোগ এখনও রয়েছে। সেই লক্ষ্য নিয়ে বুধবার রাতে কাতার উড়ে যাচ্ছে ২৮ সদস্যের ভারতীয় দল। দলকে এএফসি এশিয়ান কাপে নিয়ে যেতে মরিয়া অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। সেটা জানিয়েও দিলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৭২টি গোল করা এই স্ট্রাইকার। করোনা আক্রান্ত হওয়ার জন্য ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে দুটো ম্যাচ খেলতে পারেননি ৩৬ বছরের সুনীল। তবে এখন তাঁর দলের পায়ে ফের ফুটবল ফিরতে চলেছে। সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে সুনীল বলেন, ''সবাই এতদিন ঘরে কাটানোর পর এ বার আমাদের পায়ে ফুটবল ফিরতে চলেছে। এর চেয়ে বড় পাওনা আর কী হতে পারে।''তবে সুনীল ইতিবাচক মানসিকতা রাখলেও ইগরের চিন্তা কিন্তু কমছে না। তিনি বলেন, ''খুব কঠিন সময়ের মধ্যে আমাদের ফুটবল ফিরতে চলেছে। কলকাতায় প্রস্তুতি শিবির আয়োজনের কথা থাকলেও করোনার জন্য সেটা বাতিল করতে হয়। এমনকি ভাইরাসের প্রকোপের জন্য আরও অনেকটা সময় নস্ট হয়ে গিয়েছে। তবুও আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে।''এ দিন রাতে নয়াদিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে দোহা উড়ে যাওয়ার আগে পুরো ভারতীয় দল গত ১৫ মে থেকে নিভৃতবাসে ছিল। সবার কোভিড রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পরে চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছেন মুখ্য প্রশিক্ষক ইগর স্তিমাচ। ২০২৩ সালে চিনে আয়োজিত হবে এএফসি এশিয়ান কাপ। এই তিন ম্যাচে ভাল ফল করলে ভারতীয় দল সেই প্রতিযোগিতায় খেলার ছাড়পত্র পাবে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারতের বাকি তিন ম্যাচ কাতার (৩ জুন), বাংলাদেশ (৭ জুন) ও আফগানিস্তান (১৫ জুন)-এর বিরুদ্ধে।সুনীল যোগ করেন, ''ব্যক্তিগত ভাবে আমি এই প্রতিযোগিতা খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। জ্বর থাকায় কাতারের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জনের গত ম্যাচ খেলতে পারিনি। তবে জুন মাসে গরমের মধ্যে খেলা বেশ কঠিন। তাই আমাদের ম্যাচ অনুসারে পরিকল্পনা করা উচিত।''প্রীতম কোটাল, প্রণয় হালদার, গুরপ্রীত সিংহ সান্ধুরা নয়াদিল্লিতে কঠিন জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে আছেন। সেখান থেকেই কাতার উড়ে যাবেন। তাই দোহায় পা রাখার পর ভারতীয় ফুটবলারদের নিভৃতবাসে থাকতে হবে না। কঠিন জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থেকে অনুশীলন করতে পারবেন সন্দেশ জিঙ্গন, আদিল খানরা।এক নজরে ২৮ সদস্যের ভারতীয় দলগোল রক্ষক: গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু, অমরিন্দর সিংহ, ধীরজ সিংহরক্ষণ: প্রীতম কোটাল, রাহুল ভেকে, নরেন্দ্র গেহলোট, চিংলেনসানা সিংহ, সন্দেশ জিঙ্গন, আদিল খান, আকাশ মিশ্র, শুভাশিস বসু মাঝমাঠ: উদান্তা সিংহ, ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজ, লিস্টন কোলাকো, রাওলিন বর্জেস, গ্লেন মার্টিন্স, অনিরুদ্ধ থাপা, প্রণয় হালদার, লালেংমাউইয়া রালতে, আব্দুল সাহাল, ইয়াসির মহম্মদ, লাললিয়ানজুয়ালা ছাংতে, বিপিন সিংহ, আশিক কুরিয়ানআক্রমণ: ইশাণ পন্ডিতা, সুনীল ছেত্রী, মনবীর সিংহ।

ANNEXUR-"A"
NOTICE INVITING SHORT TENDER

On behalf of the Hon'ble Governor of Tripura, the undersigned is hereby invited sealed cover quotation from the bonafied suppliers/ firms/agencies for supplying Store Goods and Logistic Support articles (total 853 items) for General Store required by the Superintendent of Police, Unakoti District, Kailashahar for the year 2021-2022.

A copy of Tender Notice may be obtained from the office of the undersigned on any working day during office hrs up-to 1600 hrs. The closing time/date of the tender is at **1600 hrs on 09/06/2021** and the Tender/quotation may be opened on the same day, **if possible.**

Detail NIT and terms and Condition may also be seen at following web site **www.tripura police.nic.in.**

Superintendent of Police
Unakoti District, Kailashahar,
Tripura.

ICA-C-676/2021-22

Inviting EXPRESSION OF INTEREST (E O I)

Sealed E.O.I. in two (2) bid systems is hereby invited for engagement of Chartered Accountant Firms (C.A. Firm) for conducting of Statutory Audit of Tripura Infrastructure & Investment Fund Board (TIIFB) for 2(two) years i.e. for the financial year 2019-20 (ls' April, 2019 to 31s' March, 2020) and 2020-21 (1St April, 2020 to 31st March, 2021).

Detailed terms and conditions etc. may be collected from the TIIFB Cell, Civil Secretariat, Room No-3003, Ground Floor on all working day between 11.00 A.M. to 3.00 PM till I 1 th June, 2021 or may be downloaded the same from the Government website - fmance.tripura.gov.in. Theiast date of receiving E.O.I. is up to 3.00 p.m. of 11th June, 2021. The tender quotation wi,1). be opened on 14" June, 2021 at 3 p.m. if possible.

(Dr. Vishal Kumar, LAS)
Joint Chief Executive Officer,
Tripura Infrastructure &
Investment Fund Board (TIIFB)
Agartala, Tripura

ICA-C-669/2021-22

রাজধানী আগরতলা শহরে মাস্ক বিক্রেতা ক্রেতার অপেক্ষায়। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

পাথারকান্দিতে বাহন সহ আট লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত, পুলিশের জালে এক

পাথারকান্দি (অসম), ২০ মে (হি.স.) : মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে পাথারকান্দি ও বারইগ্রাম পুলিশ। এই অভিযানে প্রায় আট লক্ষাধিক টাকার নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক যুবককে হাতেনাতে পাকড়াও করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নেশাদ্রব্য পাচারে ব্যবহৃত ম্যাজিক মডেলের মিনি ট্রাক।

মাদক বিরোধী অভিযান সম্পর্কে পাথারকান্দি থানার ওসি ইন্সপেক্টর সঞ্জীব তেরান জানান, আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে করিমগঞ্জ পুলিশের নেতৃত্বে পাথারকান্দি থানা এবং বারইগ্রাম ফাঁড়ির এক দল মৈনা এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল। অভিযানে এএস ১০ এসি ৪৮৯৩ নম্বরের একটি ম্যাজিক মডেলের মিনিট্রাক আটক করে তালাশি চালিয়ে এর ভিতর থেকে প্রায় দু কেজি ওজনের ১৬,৬০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ইয়াবাগুলির সঙ্গে আটক করা হয় রশিদ আহমেদ নামের এক যুবককে। তার বাড়ি মৈনা এলাকায়ই।

ওসি তেরান আরও জানান, ধৃত রশিদ আহমেদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে পুলিশ নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করেছে। আগামীকাল ধৃত রশিদকে বাজেয়াপ্তকৃত নেশার ট্যাবলেট সমেত করিমগঞ্জের আদালতে পেশ করা হবে।

করোনা নেগেটিভ পজেটিভ, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ মে।। ৫৫ বছরের দিনমজুর নারায়ন শীল। বাড়ি বিশালগড় এর অফিস টিলায়। নিজে করোণা সংক্রমিত কিনা রয়েছে ধন্ধে। আতঙ্ক গরিব মানুষ জন সহ পড়শিরাও। ডাক্তারি পরীক্ষার আস্থা হারিয়ে এখন মহা বিপাকে পড়েছেন নারায়ন বাবু। তবে তিনি বিপাকে পাড়ার কারন ও রয়েছে যথেষ্ট। সরকারি নির্দেশ মত স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় চলছে রেপিড এন্টিজেন টেস্ট। গতকাল অফিসটিলায় হয় করোনা রোগী নির্ধারণ কর্মসূচি। এতে নমুনা পরীক্ষা করা হয় নারায়ন শীলেরও। স্বাস্থ্য কর্মীরা তাকে করোনা পজিটিভ ঘোষণা করে দিয়ে দেয় সার্টিফিকেট। তবে নারায়ন বাবু শারীরিক ভাবে যথেষ্ট সবল।

করোণার কোন উপসর্গ তার শরীরে পরিলক্ষিত হয়নি। জ্বর, সর্দি, গলা ব্যাথা কিংবা অরুচি তো কিছুই নেই তার। এতে স্বাস্থ্য কর্মীদের দেওয়া করোনা রিপোর্টটি তার মনে বেশ দাগ কাটে। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি সোজা চলে যান হাপানিয়া হাসপাতালে। সেখানে করোনা টেস্টের রিপোর্ট আসে নেগেটিভ।বাড়িতে এসে বিষয়টি জানানোর পর হতে আতংকে পরে যায় ঘরের মানুষ সহ স্থানীয়রা। এখন কি করবেন তিনি কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না।সরকারি নির্দেশ মত হোম আইসোলেশনে থাকার কথা। ১৪ দিন ঘর বন্দী। বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। অন্যদিকে অভাবের সংসার। নুন আনতে পান্তা ফড়োর। সরকারি ভাবেও করা হচ্ছে না কোন সাহায্য। দিনমজুর নারায়ন বাবু এখন বেঁচে থাকা ধায় হয়ে পড়েছে।

এদিকে বিশালগড় মহাকুমার স্বাস্থ্য অধিকারীক জ্যোতির্ময় দাস জানান আতংকের কোন কারণ নেই।প্রথম পরীক্ষা পজেটিভ হলে দ্বিতীয় পরীক্ষায় নেগেটিভ হতেই পারে। তবুও ১৪ দিনের হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

গন্ডাছড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারীককে ডেপুটেশন দিল গণতান্ত্রিক নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের সবচেয়ে প্রত্যন্ত মহকুমা গন্ডাছড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের দাবিতে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে গণতান্ত্রিক নারী সমিতি গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটি।সারাভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতি গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে সাত দফা দাবির ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

দাবি গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল , গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত ২টি ব্লক এবং ২৭টি ভিলেজ এলাকায় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার দিয়ে দিয়ে করোনা রোগীর নমুনা পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিতে হবে। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসনিক ভাবে আরো বেশি যত্নবান এবং ১৮-৪৪ বৎসর পর্যন্ত জনসাধারনদের করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ অতিদ্রুত শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। গন্ডাছড়া মহকুমায় ২৭টি ভিলেজ এলাকায় বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ডিডিটি স্পে করতে হবে।

মহকুমা হাসপাতালে শ্রীরোগ এবং শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবসা করতে হবে এবং রইস্যাবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় সেবীকার ব্যবস্থা করতে হবে। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক তাদের দাবি গুলোর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে প্রতিনিধি দলের সদস্যাদের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি মূলক ডেপুডেশন কালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সারাভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতি গন্ডাছড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদিকা দশরানী ত্রিপুরা, সভানেত্রী রীনা দাস,বিভাগীয় নেত্রী আন্তদেবী চাকমা প্রমুখ।

আগরতলা রেল স্টেশনে বৃহস্পতিবার আনা হয় কাঁঠাল ইংল্যান্ডে রপ্তানির জন্য।

পিসিআই'র ভার্চুয়াল মিটিয়ে অংশ নিলেন প্রণব সরকার

আগরতলা, ২০ শে মে : সারা দেশে যখন করোনা অতিমারীতে আক্রান্ত, সেই সময় সারা দেশের কর্মরত সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া একটি ভার্চুয়াল মিটিংএর আয়োজন করে বৃহস্পতিবার। বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিকরা এই ভার্চুয়াল মিটিং এ যোগদান করেন।এই মিটিং এ ত্রিপুরা থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সর্ব ভারতীয় সম্পাদক তথা আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার। দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই ভার্চুয়াল মিটিং চলে। এই ভার্চুয়াল মিটিংটি পৌরহিত্য করেন প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান জাস্টিস সি কে প্রাসাদ।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নিয়েও রাজনীতি মমতাকে পালটা তোপ রবীশঙ্কর প্রসাদের

কলকাতা, ২০ মে (হি. স.) : তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এটাই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বৈঠক। কিন্তু সেই বৈঠক আশানুরূপ হয়নি।

বৈঠকের ঠিক পরেই সাংবাদিক সম্মেলনে মমতার অভিযোগ, করোনা সংক্রান্ত ভারচুয়াল বৈঠকে একটি কথাও বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি মুখ্যমন্ত্রীদের। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর কেন এমন গাছাড়া ভাব? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা।

তাঁর সাফ কথা, এভাবে মুখ্যমন্ত্রীদের ডেকে এনে অপমান করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এবার মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগের পালটা এল বিজেপি শিবির থেকে। তৃণমূল সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে অহেতুক রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ।

এর প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ বলছেন, "আজকের প্রধানমন্ত্রী এবং জেলাশাসকদের বৈঠক ছিল ভাল কাজ নিয়ে আলোচনা করার জন্য। সেটা নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যা করলেন, তা অশোভনীয়। গোটা আলোচনাটাকে বিপথে চালনা করার চেষ্টা করেছেন তিনি। আজকে মমতাজি উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসককে বলতে পর্যন্ত দেননি।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তোপ, ১৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন, তাতেও মমতা আসেননি। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ২০১৪, ২০১৫, এবং ২০১৯-এর বৈঠকেও উনি আসেননি। ওঁর কাছে আমার প্রশ্ন, যে সমস্ত জেলাশাসক ভাল কাজ করছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী কি তাঁদের সঙ্গে কথাও বলতে পারেন না! এ প্রসঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য আগেই জানিয়েছেন, বৈঠকে যেহেতু তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন, তাই জেলাশাসকদের সামনে আনা হয়নি।

ঊর্ধমুখী সংক্রমণের হার ! আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ৬৩৬ জনের

ওয়াশিংটন, ২০ মে (হি.স.): আমেরিকায় আরও ৬৩৬ জনের প্রাণ কেড়ে নিল মারণ করোনাভাইরাস। একইসঙ্গে মার্কিন মুলুকে ফের বাড়ল করোনার সংক্রমণ, আমেরিকায় বুধবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৮,৫৪১ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৮০২,৩২৪-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬৩৬ জনের, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬৩৬ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ০১ হাজার ৯৪৯ জনের।

মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৮ হাজার ৫৪১ জন, আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩, ৮০২,৩২৪-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৭,২৯৯,১৮০ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৬৩৬ জনের। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৯ লক্ষ ০১ হাজার ১৯৫ জন।

দেহরাদূনে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত্যু একজনের ভূমিধসে অবরুদ্ধ ঋষিকেশ-শ্রীনগর সড়ক

দেহরাদূন, ২০ মে (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূন জেলায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত্যু হল একজনের। এছাড়াও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তিনজনের। দেহরাদূন জেলার চক্রাতার অন্তর্গত বীরনাদ এলাকার ঘটনা। আগামী ২৪ ঘন্টা উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ব্যাপক ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে গেল ঋষিকেশ-শ্রীনগর ৫৮ নম্বর জাতীয় সড়ক।

রাজ্যের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেহরাদূন জেলার চক্রাতার অন্তর্গত বীরনাদ এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ ৩ জন। আবার ভূমিধসের কারণে কোডিয়ালা এবং ব্যাসির কাছে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে ঋষিকেশ-শ্রীনগর ৫৮ নম্বর জাতীয় সড়ক। দ্রুততার সঙ্গে জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচলের কাজ চলছে।

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ পিনারাই বিজয়নের

তিরুঅনন্তপুরম, ২০ মে (হি.স.): এই নিয়ে দ্বিতীয়বার, বিধানসভা নির্বাচনে দারুণ ফলাফলের পর ফের কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন পিনারাই বিজয়ন। ৬ এপ্রিলের বিধানসভা নির্বাচনে অভূতপূর্ব জয় পেয়েছে সিপিআই (এম) নেতা পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ)। এরপর বৃহস্পতিবার কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন ৭৬ বছর বয়সী পিনারাই বিজয়ন।

এদিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পিনারাই বিজয়নকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। করোনার জন্য অনাড়ম্বর ছিল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। সম্পূর্ণ কোভিড-প্রোটোকল মেনেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। অতিথির সংখ্যাও ছিল হাতেগোনা। বাদ শৈলজা, বদলে গেল বিজয়নের গোটা মন্ত্রিসভাই

নজির গড়ে রাজ্যে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় ফেরার আগেই শুধু মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে রেখে বদলে ফেলা হল গোটা মন্ত্রিসভাই। কোভিড মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক মহলের প্রশংসা কুড়নো কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজাও বাদ পড়লেন। তিরুঅনন্তপুরমে গত মঙ্গলবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে মন্ত্রিসভা সম্পর্কিত চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ ঊর্ধমুখী করোনায় আক্রান্ত মৃত্যুর হার একদিনে আক্রান্ত ১৯,০৯১ জন

কলকাতা, ২০ মে (হি.স.) : করোনায় রাজ্যে মৃত্যুর নতুন রেকর্ড হল বৃহস্পতিবারও। সংক্রমিত হয়ে একদিনে মৃত্যু হল ১৬২ জনের। অন্যদিকে, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত হলেন ১৯,০৯১ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্র।

স্বাস্থ্যদফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিতদের মধ্যে ৪,১১৮ জনই উত্তর ২৪ পরগনার। অর্থাৎ দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে ফের প্রথম স্থানে ওই জেলা। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। সেখানেও তিন হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এদিন। নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৪৬১ জন। তৃতীয় স্থানে উঠে এল দক্ষিণ ২৪ পরগনা। একদিনে সংক্রমিত সেখানকার ১, ২৮৭ জন। হাওড়া রয়েছে চতুর্থ স্থানে। সেখানেও একদিনে সংক্রমিত এক হাজারের বেশি। নতুন সংক্রমিতের সংখ্যা ১,২৭৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ফের ঊর্ধমুখী নদিয়ার কোভিড গ্রাফ। একদিনে সংক্রমিত সেখানকার ১, ০৫২ জন। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের করোনা গ্রাফও রীতিমতো ভয় ধরিয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের। এদিন সব জেলা থেকেই মিলেছে নতুন সংক্রমিতের হদিশ। ফলে রাজ্যের মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২,০৯,৯৫৮।

এদিকে ক্রমশ ঊর্ধমুখী হচ্ছে রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১৬২ জনের। এদিনের মৃতদের মধ্যে ৩৭ জনই উত্তর ২৪ পরগনার। অর্থাৎ দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে প্রথম স্থানে ওই জেলা। এই পরিসংখ্যানে স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তা বেড়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। সেখানে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৩৬ জনের। একদিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়ায় করোনার বলি ১২ জন। এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩, ৮৯৫।

একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৮, ৯১০। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১০,৬৪,৫৫৩। যার জেরে মোট সুস্থতার হার বেড়ে ৮৭.৯৮ শতাংশ। বৃহস্পতিবারের বুলেটিনে রাজ্যে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১৯টি। ফলে বর্তমানে মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে হয়েছে ১, ৩১,৫১০। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৭০,৬৩৮।

"মুখ্যমন্ত্রীদের ডেকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি", প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে অভিযোগ মমতার

কলকাতা,২০ মে (হি. স.): দেশ কিংবা রাজ্য সর্বত্রই বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে এক ভার্চুয়াল বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেই ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুললেন, ''মুখ্যমন্ত্রীদের ডেকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি''।

এদিন দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ১০ রাজ্যের মোট ৫৪ জন জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বৈঠকের তালিকায় ছিলেন বাংলার ৯ জেলার জেলাশাসক, মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক শেষে ক্ষুব্ধ হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, ''খুব খারাপ লেগেছে, কথাই বলতে দেননি। সৌজন্য বিনিময়ও করেননি। তাহলে কেন মুখ্যমন্ত্রীদের ডাকলেন। ডেকে অপমান করলেন। আজ ভেবেছিলাম ভ্যাকসিন চাইব। কিন্তু বলারই সুযোগ পাইনি, কিছু জানতে চাননি। রাজ্যে কীভাবে করোনা মোকাবিলা হচ্ছে। ওষুধের কী খবর কিছুই জানতে চাইলেন না। অপমানিত বোধ করেছি আমরা মুখ্যমন্ত্রীরা। পুতুলের মতো বসেছিলাম। আমি চাই সব মুখ্যমন্ত্রীরা আমার মত প্রতিবাদ করুক। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো না মেনে কাজ করছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী কেন এত ইনসিকিওর্ড? মুখ্যমন্ত্রীদের কথা কেন শোনেন না। আবার না বলেন, ঘণ্টা বাজালেই করোনা কমবে। আমরা ক্রীতদাস নই। বৈঠকে ওয়ান ওয়ে ইনসাল্টেশন, হিউমিলিয়েশন হয়েছে। তিন কোটি ভ্যাকসিন দিতে বলেছিলাম কমিয়ে দিচ্ছে। কেন্দ্র অক্সিজেন দিচ্ছে না, রেমডিসিভির কেন বাজারে নেই?সব কেন্দ্রের হাতে, কোনও রাজ্যকে পয়সা দিচ্ছে না। ৩০ হাজার কোটি টাকা দিলেই, সবাই পেত নিখরচায় ভ্যাকসিন। ১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা মরছে, উনি বিল্ডিং বানাচ্ছেন''।

ব্রাজিলে কোভিডে মৃত্যু ২,৪৮৫ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ২০ মে (হি.স.): ব্রাজিলে ফের বাড়ছে করোনার আগ্রাসন। মারণ করোনাভাইরাস কেড়ে নিল আরও ২ হাজার ৪৮৫ জনের প্রাণ। তাছাড়া বিগত ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই বেড়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৯,৭০৬ জন, এই সময়েই মৃত্যু হয়েছে ২, ৪৮৫ জনের।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার) ২,৪৮৫ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৬৪ জনের। বুধবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭৯,৭০৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৫, ৮১৫,১৯১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪,৩৩০,১১৮ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০৪৩,২০৯ জন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।